CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-299 ■ 29 July, 2026 ■ আগরতলা ২৯ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ১২ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এনএসই-র সঙ্গে ত্রিপুরার মৌ-স্বাক্ষর

যুবাদের দক্ষতা উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে, সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্যোক্তাদের সচেতন করা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্যাপিটাল মার্কেটের (পুঁজিবাজার) সুবিধা ব্যবহারে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির খতিয়ানের এক সক্রিয় অংশীদার হওয়ার উপযুক্ত সময় এখন ত্রিপুরার এসেছে, যাতে এই রাজ্য একটি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে পারে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ও সিপার্ড, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অভিমুখে ত্রিপুরার পথচলায় রাজ্য এখন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে।

তিনি বলেন, 'ভারতের সর্ববৃহৎ আর্থিক বিনিময় কেন্দ্র ''ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড''-এর সঙ্গে আমাদের এই চুক্তি ত্রিপুরার যুবসমাজের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা, বিনিয়োগকারী সচেতনতা এবং সিকিউরিটিজ মার্কেট বিষয়ক প্রশিক্ষণকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া-র সঙ্গে হাত মেলানোর ক্ষেত্রে সিপার্ড, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর যে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছে, তার জন্য আমি তাদের প্রশংসনীয় উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই'।

তিনি আরও বলেন, দেশের একটি স্বনামধন্য জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই যৌথ উদ্যোগ প্রমাণ করে নতুন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

গাড়ি চালককে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ বিজেপি যুবনেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই ।। আগরতলার তুলসীবতী মারুতি স্ট্যান্ডকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এক গাড়ি চালকের অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপির এক যুবনেতার বিরুদ্ধে পশ্চিম আগরতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জোরপূর্বক টাকা দাবি করা, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া এবং গুলি করে হত্যার ভয় দেখানোর মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে।

অভিযোগকারী গাড়িচালক বিট্টু কর্মকার জানান, তিনি তুলসীবতী মারুতি স্ট্যান্ডে দীর্ঘদিন ধরে একটি মারুতি গাড়ি নিয়ে যাত্রী পরিবহণের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ছাত্র আন্দোলনে পেলেট গান ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে সরকারকে প্রশ্ন প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (আইএএনএস)।। পরীক্ষায় অনিয়মের প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলনের সময় বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পেলেট গান ও একে-৪৭ ব্যবহারের অনুমতি কে দিয়েছিল, সেই প্রশ্নের জবাব সরকারকে দিতে হবে বলে মঙ্গলবার লোকসভায় দাবি জানালেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা।

পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিন্স) সংশোধনী বিল, ২০২৬-এর উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'দেশের মানুষ এবং আহত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা জানতে চান, ছাত্রদের বিরুদ্ধে পেলেট গান ও একে-৪৭ ব্যবহারের নির্দেশ কে দিয়েছিল?'

প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর অভিযোগ, ছাত্রছাত্রীরা শুধু পরীক্ষায় অনিয়মের জন্য দায়ীদের জবাবদিহি এবং অপসারণের দাবি তুলেছিল। কিন্তু তাদের দাবির জবাবে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা হতাশ। মেধার চেয়ে অর্থের প্রভাব বাড়ছে। তাদের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলছে যে ব্যবস্থা, সেটার পরিবর্তন তারা চায়।'

কংগ্রেস সাংসদ আরও অভিযোগ করেন, গত এক দশকে ১৫২টি প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় কোটি কোটি পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনও ''প্রশ্নফাঁস চক্রের'' বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তাঁর দাবি, যুব সমাজের আস্থা ফিরিয়ে আনতে শুধু প্রচার বা ভাবমূর্তি বদলের চেষ্টা যথেষ্ট নয়, গোটা ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের কয়েক দিনের মধ্যেই সংসদ চত্বরে তাঁকে যে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। আলোচনায় তিনি ছাত্র আন্দোলনের সময় পুলিশের অভিযানে আহত এক ছাত্রীর মায়ের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, ওই মা অন্য কারও সাহায্য না নিয়ে একাই ন্যায়বিচারের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। সরকারকে উদ্দেশ্য করে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, 'ছাত্ররা কি সন্ত্রাসবাদী? তাদের বিরুদ্ধে পেলেট গান ও একে-৪৭ ব্যবহারের প্রয়োজন কী ছিল? কংগ্রেস এবং গোটা দেশ জানতে চায়, এই নির্দেশ কে দিয়েছিল?' এর আগে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও দাবি করেন, পরীক্ষায় অনিয়মের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের চাপে কেন্দ্র সরকার একাধিক দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

দক্ষিণ পশ্চিম জাপানে ভূমিকম্প মাত্রা ৭.১, সুনামির সতর্কতা

টোকিও, ২৮ জুলাই (আইএএনএস)।। দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানে মঙ্গলবার ৭.১ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। জাপানের আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পের পর আরিয়াকে সাগর এবং ইয়াতসুশিরো সাগর এলাকায় সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাপানের আবহাওয়া সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ২৭ মিনিটে কুমামোতো প্রিফেকচারে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে। কিয়োডো নিউজ জানিয়েছে, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.১।

এর আগে, গত ২৬ জুন মধ্য জাপানের ইয়ামানাশি প্রিফেকচার এবং সংলগ্ন এলাকায় ৫.৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্পে অন্তত ১০ জন সামান্য আহত হন।

সেদিনের ভূমিকম্পটি প্রায় ২০ কিলোমিটার গভীরে সংঘটিত হয়েছিল। জাপানের ভূমিকম্পের তীব্রতা নির্ধারণের ৭-স্তরবিশিষ্ট স্কেলে ফুজিকাওয়াগুচিকো শহরে কম্পনের মাত্রা ছিল 'লোয়ার ৬' এবং ইয়ামানাশি প্রিফেকচারের ওৎসুকি শহরে ছিল 'আপার ৫'। ইয়ামানাশি প্রিফেকচার বিশ্বখ্যাত মাউন্ট ফুজির জন্য পরিচিত।

জাপান আবহাওয়া সংস্থার ব্যাখ্যা অনুযায়ী, 'লোয়ার ৬' মাত্রার কম্পনে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অনুরাগের মৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে রাজ্যপালের সকাশে আইনজীবী ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই ।। রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক (ডিজিপি) অনুরাগ ধ্যানকরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর দ্বারস্থ হল অল ইন্ডিয়া লয়ার ইউনিয়ন। সোমবার সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানায়।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন আইনজীবী হরিবল দেবনাথ, আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা, আইনজীবী উমা চন্দ্র এবং আইনজীবী রাজশ্রী পুরকায়স্থ। রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আইনজীবী হরিবল দেবনাথ জানান, ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে প্রচার করা হলেও বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।তিনি বলেন, অনুরাগ ধ্যানকরের মতো একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে এর আগে কোনও ধরনের অস্বাভাবিক আচরণের নজির পাওয়া যায়নি। তাই এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে নিরপেক্ষ তদন্ত অত্যন্ত জরুরি।

হরিবল দেবনাথ অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য এবং ফরেন্সিক দলের তথ্যের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি এবং ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর মৃতদেহ নামানো হয়েছিল। অন্যদিকে ফরেন্সিক দলের পক্ষ

থেকে দাবি করা হয়েছে, ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁরা মৃতদেহ নামানো অবস্থায় এবং ☛৫ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক নেই বেঞ্চ নেই প্রতিবাদে স্কুলে তালা, রাস্তায় পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৮ জুলাই ।। শিক্ষকের তীব্র সংকট, পর্যাপ্ত বেঞ্চের অভাব এবং দীর্ঘদিনের পরিকাঠামোগত সমস্যার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল কদমতলা ব্লকের কালাগাঙ্গের পার স্কুল। মঙ্গলবার নিজেদের বিভিন্ন দাবিতে স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় পড়ুয়ারা।

বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় নিয়মিতভাবে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি, পর্যাপ্ত বেঞ্চ না থাকায় অনেক পড়ুয়াকে দাঁড়িয়ে বা মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি তাদের।

পরিস্থিতির প্রতিবাদে এদিন স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় পড়ুয়ারা। তাদের দাবি, অবিলম্বে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, প্রয়োজনীয় বেঞ্চ সরবরাহ এবং স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

কৈলাসহরে ছাত্রীর রহস্য মৃত্যু

ময়নাতদন্তে অসন্তোষ, বিচারের দাবিতে হাইকোর্টে যাচ্ছে পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ জুলাই ।। কৈলাসহরের ইরানি থানা এলাকায় দশম শ্রেণির ছাত্রী জুবাইদা বেগমের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মৃত ছাত্রীর পরিবার।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ১০ জুলাই সকালে স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয় ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বরকত আলীর মেয়ে জুবাইদা বেগম। বিকেল পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে সেদিন রাতেই ইরানি থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়। পরদিন, ১১ জুলাই সকালে স্থানীয় হীরাছড়া চা বাগানের গভীর জঙ্গল থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, এটি আত্মহত্যা নয়, বরং পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি, শেষকৃত্যের আগে মরদেহ স্নান করানোর সময় শরীরের বিভিন্ন অংশে এবং গোপনাঙ্গে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। পাশাপাশি, জুবাইদা কোনো জটিল রোগে ভুগছিল বলে যে গুজব ছড়ানো ☛৫ এর পাতায় দেখুন

এডিসিতে নিয়োগ দুর্নীতি ও আর্থিক অব্যবস্থা নিয়ে সরব জিএমপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই ।। তিপ্রা মথা পরিচালিত টিটিএএডিসি-এর প্রশাসনিক কার্যকলাপ নিয়ে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলল গণমুক্তি পরিষদ। মঙ্গলবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জিএমপির সাধারণ সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মা এডিসি প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

রাধাচরণ দেববর্মা দাবি করেন, এডিসিতে বিভিন্ন শূন্যপদে যেসব প্রার্থীর ইতিমধ্যে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়েছে, তাঁদের দ্রুত নিয়োগ দিতে হবে। পাশাপাশি নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার দাবি জানান তিনি।

তিনি বলেন, বামফ্রন্ট পরিচালিত এডিসি প্রশাসনের সময় প্রায় ৭ থেকে ৮ হাজার পদ শূন্য রয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে টিপ্রা মথা এডিসির ক্ষমতায় আসার পর ওই শূন্যপদ পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এছাড়া প্রায় ১২০০ জন এডিসি পুলিশ কর্মীর নিয়োগ নিয়েও আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। জিএমপি সাধারণ সম্পাদক জানান, ইঞ্জিনিয়ার, নার্স, পশুপালন কর্মী, আমিন এবং কৃষি সহকারী-সহ বিভিন্ন পদে ইতিমধ্যেই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তাই দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য এডিসি প্রশাসনের কাছে দাবি জানান তিনি।

রাধাচরণ দেববর্মার অভিযোগ, ২০২০ সালে বামফ্রন্ট পরিচালিত এডিসি প্রশাসনের সময় যেখানে প্রায় ৬ হাজার কর্মী ছিলেন, বর্তমানে এডিসিতে কর্মীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩,৯২৩ জনে। প্রায় ১,৭৫০টি পদ কমে গেলেও নতুন নিয়োগ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি এডিসিতে বর্তমানে যে নিয়োগ হচ্ছে, তার অনেক ক্ষেত্রেই অনিয়ম রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি এবং কথিত বেআইনি নিয়োগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

এডিসির আর্থিক সংকটের দাবি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রাধাচরণ দেববর্মা। তাঁর অভিযোগ, অর্থের অভাবের কথা বলা হলেও শিলংয়ে একটি বাড়ি ৩০ বছরের জন্য প্রায় ৫.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে লিজ নেওয়া হয়েছে। ওই বাড়ি নেওয়ার উদ্দেশ্য কী, তা সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্ট করা হয়নি বলেও তিনি দাবি করেন।

এছাড়াও ৪০০-র বেশি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা পাচারকারীকে ১০ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই ।। রাজ্যে মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল বিচারব্যবস্থা ও রেল পুলিশ। আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজাসহ গ্রেফতার হওয়া এক পাচারকারীকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মঙ্গলবার (২৮ জুলাই, ২০২৬) আগরতলার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিশেষ বিচারক এই তাৎপর্যপূর্ণ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম মন্টু যাদব (৫৫)। তিনি বিহারের খাগড়িয়া জেলার গোগরি জামালপুর থানার ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিমানবন্দরে দুই মহিলা সহ বাংলাদেশি নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আগরতলা মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দর এলাকা থেকে দুই মহিলা-সহ তিনজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে বিমানবন্দর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিমানবন্দরে যাত্রী হয়রানি, দুই অটো চালক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই ।। আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দরের বাইরে এক মহিলা যাত্রী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ঘটনায় দুই অটোচালককে গ্রেপ্তার করেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। আজ এই গ্রেপ্তারির মাধ্যমে বহুল আলোচিত ঘটনায় প্রথম বড় পদক্ষেপ নিল পুলিশ।

গত ২৪ জুলাই চেন্নাই থেকে অসুস্থ বাবাকে নিয়ে আগরতলায় ফেরেন বিনীতা ঘোষ। বিমানবন্দর থেকে সিদ্ধি আশ্রম যাওয়ার জন্য তিনি একটি উবের অটো বুক করেন। অভিযোগ, বিমানবন্দরের গেটের বাইরে স্থানীয় কয়েকজন অটোচালক উবের অটোটি আটকে অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করেন এবং যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

বিনীতা ঘোষের অভিযোগ অনুযায়ী, এক অটোচালক উবের অটোর চাবি কেড়ে নেন। এরপর কয়েকজন চালক গাড়িটি ঘিরে ধরে গালিগালাজ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। এমনকি তাঁদের দাবি ছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারবে না। পরে উবের চালক কোনওভাবে চাবি উদ্ধার করে যাত্রীদের গন্তব্যে

পৌঁছে দেন। ঘটনার পর পৃথকভাবে অভিযোগ দায়ের করেন বিনীতা ঘোষ এবং উবের চালক শ্রীরাম দেবনাথ। শ্রীরাম দেবনাথ অভিযোগ করেন, তাঁকে যাত্রী নিয়ে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে, হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং দুর্ব্যবহারের শিকার হতে হয়েছে, যার ফলে তিনি আর্থিক ক্ষতি ও মানসিক হয়রানির সম্মুখীন হন।

তদন্তে পরিবহণ দপ্তর অভিযুক্ত হিসেবে দুই অটোচালককে চিহ্নিত করে। তারা হলেন দীপঙ্কর দেবনাথ (অটো নম্বর টিআর০১কে২৩৬৫) এবং ঝুটন আচার্য (অটো নম্বর টিআর০১এফ২৯৮৮)। তাঁদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও পারমিট বাতিলের প্রস্তাব দিয়ে শোকজ নোটিশও জারি করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনার ভিডিও ফুটেজ তাদের হাতে রয়েছে এবং মোটরযান আইনের অধীনে এ ধরনের আচরণ গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বিমানবন্দরে অ্যাপভিত্তিক পরিবহণ পরিষেবার গাড়িগুলিকে নিয়মিতভাবে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সরকারি আইনজীবীর পর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের পরিষেবায় অসন্তুষ্ট সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ জুলাই ।। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে সরকারি আইনজীবীদের প্রকাশ্য সমালোচনার পাঁচ দিনের মাথায় এবার একই ইস্যুতে প্রকাশ্যে সরব হলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি স্বীকার করেছেন, জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় কিছু ঘাটতি রয়েছে এবং সেই সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এবং দপ্তরের সচিবের কাছে লিখিতভাবে বিষয়টি জানানো হবে।

গত ২৩ জুলাই ঊনকোটি জেলার সরকারি আইনজীবীরা জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ও চিকিৎসকদের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে সম্প্রতি কৈলাসহরের ভগবাননগর এলাকায় অবস্থিত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে আকস্মিক পরিদর্শনে যান ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 29-07-2026, 01:00

জাগরণ আগরতলা ২৯ জুলাই, ২০২৬ ইং
১২ শ্রাবণ, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

হেপাটাইটিস মুক্ত ভারত গড়িবার অঙ্গীকার

বিশ্বজুড়িয়া ভাইরাল হেপাটাইটিস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার প্রচারের লক্ষ্যে প্রতি বছর ২৮ জুলাই বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালিত হয়।২০০৮ সালে "ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস অ্যালায়েন্স" প্রথম এই দিবস পালনের উদ্যোগ নেয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়।নোবেল বিজয়ী আমেরিকান বিজ্ঞানী ডা. বারুচ স্যামুয়েল ব্লুমবার্গ হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এর প্রতিষেধক,টিকা তৈরি করিয়াছিলেন। তাঁহার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহার জন্মদিন ২৮ জুলাই উপলক্ষে এই দিনটি বাছিয়া নেওয়া হয়।হেপাটাইটিস মূলত লিভার বা যকৃতের প্রদাহ। এটি মূলত ৫ ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায়। দূষিত পানিয় ও খাবারের মাধ্যমে ছড়ায়। এটি সাধারণত সাময়িক বা স্বল্পমেয়াদি সংক্রমণ তৈরি করে। দূষিত রক্ত, অনিয়ন্ত্রিত রক্তের আদান-প্রদান, জীবাণুমুক্ত না করা সিরিঞ্জ বা কাঁচি ব্যবহার, অরক্ষিত যৌন সম্পর্ক এবং আক্রান্ত মা থেকে সন্তানের দেহে ছড়ায়। হেপাটাইটিস-বি ও সি লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারের প্রধান কারণ।হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাসে আক্রান্ত ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই জানেন না যে তাঁহাদের শরীরে এই ভাইরাস রহিয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় কোনো লক্ষণ দেখা না যাওয়ায় এটিকে "নীরব ঘাতক" বলা হয়।বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস নিয়া বাস করিতেছেন এবং প্রতি বছর লিভারের জটিলতায় ১০ লক্ষাধিক মানুষ মারা যান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্য হইলো ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে ভাইরাল হেপাটাইটিস নির্মূল করা। হেপাটাইটিস-এ এবং বি এর কার্যকরী টিকা রহিয়াছে। নবজাতক শিশু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের এই টিকা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।রক্ত নেওয়ার আগে পরীক্ষা করা এবং সব সময় জীবাণুমুক্ত ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা।অন্যের ব্যবহৃত ব্লেড, রেজার, টুথব্রাশ বা সুচ ব্যবহার না করা।সময়মতো রক্ত পরীক্ষা করিয়ে লিভারের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।ত্রিপুরা রাজ্যে মোট নিবন্ধিত সক্রিয় এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫,৬৭৪ জন মধ্যে ৪,৫৭০ জন পুরুষ, ১,১০৩ জন নারী এবং ১ জন রূপান্তরকামী।এআরটি কেন্দ্রে নিবন্ধিত মোট সঞ্চিত আক্রান্তের সংখ্যা ৮,৭২৯ জন।২০০৭ থেকে ২০২৪ সালের মে মাস পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ৮২৮ জন ছাত্র-ছাত্রী এইচআইভি পজিটিভ শনাক্ত হইয়াছে, যাহার মূল কারণ ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ।ত্রিপুরায় হেপাটাইটিস-বি -এর গড় প্রাদুর্ভাব প্রায় ৩.৬।জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব কিছুটা বেশি।মাদকের সিরিঞ্জ ভাগাভাগি করিবার কারণে এইচআইভি আক্রান্তদের অনেকের মধ্যেই হেপাটাইটিস-সি কো-ইনফেকশন দেখা যাইতেছে।এইচআইভি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য নয়, তবে বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসার মাধ্যমে রক্তে ভাইরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব।হেপাটাইটিস-সি আধুনিক অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের জন্য দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা ও নিয়মিত নজরদারি প্রয়োজন। হেপাটাইটিস-বি প্রতিরোধী টিকা সকল শিশু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের বিনামূল্যে গ্রহণ করা উচিত ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ পুরোপুরি বন্ধ করা এবং একটি সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার না করা।সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অপিওড সাবস্টিটিউশন থেরাপি ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।রক্ত দেওয়ার আগে এইচআইভি এবং হেপাটাইটিস পরীক্ষা নিশ্চিত করা। অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক এড়িয়ে চলা এবং কনডম ব্যবহার করা।উপসর্গ দেখা দিলে বা সন্দেহ থাকিলে নিকটস্থ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা এআরটি সেন্টারে গিয়া বিনামূল্যে এইচআইভি ও হেপাটাইটিস পরীক্ষা করানো।হেপাটাইটিস মুক্ত ভারত গড়িবার অঙ্গীকার' হইলো ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে হেপাটাইটিস সম্পূর্ণ নির্মূল করিবার একটি জাতীয় স্বাস্থ্য অঙ্গীকার। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং "ন্যাশনাল ভাইরাল হেপাটাইটিস কন্টোল প্রোগ্রাম" এর অধীনে এই অঙ্গীকারের মূল উদ্দেশ্য হইলো দেশের প্রতিটি নাগরিককে লিভারের এই মারাত্মক সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা।দেশের প্রতিটি নাগরিককে বিশেষ করিয়া হেপাটাইটিস বি ও সি-এর জন্য বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা। নবজাতক শিশুদের জন্মগ্রহণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হেপাটাইটিস বি-এর টিকা নিশ্চিত করা এবং টিকাদান কর্মসূচির পরিধি বৃদ্ধি করা।অনিরাপদ রক্ত সঞ্চালন, সংক্রামিত ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ব্যবহার এবং দূষিত জল ও খাবারের মাধ্যমে কীভাবে হেপাটাইটিস ছড়ায়সে বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। তৃণমূল স্তর পর্যন্ত যেমন- আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির ও জেলা হাসপাতাল,চিকিৎসা ও পরীক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া।নিজেকে এবং পরিবারকে সুরক্ষিত রাখা, হেপাটাইটিস সম্পর্কিত সামাজিক কুসংস্কার দূর করা এবং একটি সুস্থ ও হেপাটাইটিস-মুক্ত সমাজ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস ২০২৬

হেপাটাইটিসআসুন, বাধা ভেঙে এগিয়ে যাই

তুষিমা দেব

নার্সিং অফিসার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

প্রতি বছর ২৮ জুলাই বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য দিবসগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো ভাইরাল হেপাটাইটিস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, রোগের প্রাথমিক শনাক্তকরণ, সময়মতো চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে একটি হেপাটাইটিসমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলা। ২০২৬ সালের প্রতিপাদ্য "Hepatitis- Let's Break It Down" বা বাংলায় "হেপাটাইটিস: আসুন, বাধা ভেঙে এগিয়ে যাই"। এই প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় বিদ্যমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তথ্যগত বাধাগুলো দূর করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

হেপাটাইটিস বলতে মূলত যকৃত বা লিভারের প্রদাহকে বোঝায়। এটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে, তবে ভাইরাসজনিত হেপাটাইটিস বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়। হেপাটাইটিস ভাইরাসের পাঁচটি প্রধান ধরন রয়েছেএ, বি, সি, ডি এবং ই। হেপাটাইটিস এ ও ই সাধারণত দূষিত খাদ্য ও পানীয় জলের মাধ্যমে ছড়ায়। অন্যদিকে হেপাটাইটিস বি, সি ও ডি সংক্রমিত রক্ত, দূষিত সূঁচ, অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক এবং মা থেকে শিশুর শরীরে সংক্রমিত হতে পারে।

বিশেষভাবে হেপাটাইটিস বি ও সি দীর্ঘমেয়াদে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি বছরের পর বছর কোনো উপসর্গ অনুভব করেন না। অথচ এই সময়ের মধ্যে ভাইরাসটি ধীরে ধীরে লিভারের ক্ষতি করে। দীর্ঘদিন চিকিৎসাহীন অবস্থায় থাকলে লিভার সিরোসিস, লিভার বিকল হওয়া এবং লিভার ক্যান্সারের মতো জটিল রোগ দেখা দিতে পারে। এ কারণেই হেপাটাইটিসকে অনেক সময় "নীরব ঘাতক" বলা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে প্রায় ২৮ কোটিরও বেশি মানুষ দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস বি বা সি-তে আক্রান্ত। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রোগের জটিলতায় মৃত্যুবরণ করেন। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো আক্রান্তদের একটি বড় অংশ জানতেই পারেন না যে তারা এই ভাইরাস বহন করছেন। ফলে তারা সময়মতো চিকিৎসা পান না এবং অজান্তেই সংক্রমণ অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিস্থিতি আরও জটিল। স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সুযোগ, নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষার অভাব, আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং সচেতনতার ঘাটতির কারণে অনেক রোগী রোগের শেষ পর্যায়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। অনেক সময় সামাজিক লজ্জা, ভয় বা ভুল ধারণাও মানুষকে পরীক্ষা করানো থেকে বিরত রাখে। ফলে রোগ নির্ণয়ে বিলম্ব হয় এবং চিকিৎসার সাফল্যের সম্ভাবনাও কমে যায়।

তবে আশার বিষয় হলো, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান হেপাটাইটিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। হেপাটাইটিস বি প্রতিরোধের জন্য নিরাপদ ও কার্যকর টিকা বহু বছর ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। নবজাতকের জন্মের প্রথম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টিকা প্রদান করলে ভবিষ্যতে সংক্রমণের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। বর্তমানে অধিকাংশ দেশের জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচিতে এই টিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হেপাটাইটিস সি-এর ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। একসময় এই রোগের চিকিৎসা জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি ছিল। কিন্তু বর্তমানে উন্নত অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের মাধ্যমে অধিকাংশ রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। ফলে সময়মতো রোগ শনাক্ত করা গেলে হেপাটাইটিস সি নির্মূল করা সম্ভব। রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ সতর্কতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপদ রক্ত গ্রহণ, জীবাণুমুক্ত সূঁচ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার, নিরাপদ যৌন আচরণ অনুসরণ এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী যেমন রেজার, নেল কাটার বা টুথব্রাশ অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি না করা সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো উচিত। গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস বি পরীক্ষা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ মা থেকে নবজাতকের শরীরে ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যথাসময়ে পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার মাধ্যমে এই ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

একজন স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে মাঠপর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা যায়, সচেতনতার অভাবে অনেক পরিবার এখনও হেপাটাইটিস পরীক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। অথচ প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণই রোগ নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

ভারতে ভাইরাল হেপাটাইটিস এখনও একটি উল্লেখযোগ্য জনস্বাস্থ্য সমস্যা। জনসংখ্যার আকার, আর্থসামাজিক বৈচিত্র্য এবং স্বাস্থ্যসেবার অসম প্রাপ্যতার কারণে চ্যালেঞ্জ আরও বড়। যদিও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রোগ শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে, তবুও সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই লড়াই সফল হওয়া সম্ভব নয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংবাদমাধ্যম, সামাজিক সংগঠন এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলির যৌথ উদ্যোগে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে সঠিক স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদান করলে ভবিষ্যতে সংক্রমণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আরও সহজলভ্য, সাশ্রয়ী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও সমান সুযোগ পান।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস কেবল একটি প্রতীকী দিবস নয়; এটি একটি বৈশ্বিক অঙ্গীকারের দিন। এই দিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে হেপাটাইটিস আর অজানা বা অজেয় রোগ নয়। বিজ্ঞান আমাদের হাতে প্রতিরোধ, পরীক্ষা ও চিকিৎসার কার্যকর উপায় তুলে দিয়েছে। এখন প্রয়োজন সেই সুযোগগুলো সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

২০২৬ সালের প্রতিপাদ্য "আসুন, বাধা ভেঙে এগিয়ে যাই" আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। বাধা হতে পারে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, আর্থিক সীমাবদ্ধতা কিংবা স্বাস্থ্যসেবার অসমতা। এই বাধাগুলো দূর করতে পারলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে।

আসুন, আমরা প্রত্যেকে নিজেদের পরিবার, কর্মক্ষেত্র এবং সমাজে হেপাটাইটিস সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিই। সময়মতো পরীক্ষা করি, টিকাদান নিশ্চিত করি এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা গ্রহণে অন্যদের উৎসাহিত করি। একটি সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য হেপাটাইটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা একটি হেপাটাইটিসমুক্ত, নিরাপদ এবং সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি।

ডিজিটাল বিপ্লব; অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের বাস্তব রূপরেখা: তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কোনপথে ?

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

একবিংশ শতাব্দীর ভারতে 'ডিজিটাল বিপ্লব' এবং 'দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতি' শব্দবন্ধ দুট বহুল চর্চিত। বিশ্বমঞ্চে ভারত আজ বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম শীর্ষ শক্তি এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক উদীয়মান পরাশক্তি। কিন্তু এই উজ্জ্বল পরিসংখ্যানের উল্টো পিঠে যে বাস্তবটি প্রতিনিয়ত ভারতীয় সমাজকে ব্যথিত করছে তা হলো— সংকটময় কর্মসংস্থান পরিস্থিতি এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব। ভারতের তরুণ সমাজ; যা দেশের সবচেয়ে বড় জনমিতিক সুবিধা (Demographic Dividend); আজ সঠিক ও গুণগত কর্মসংস্থানের অভাবে চরম অনিশ্চয়তার মুখোমুখি।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (ILO) এবং ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের (IHD)-এর 'ইন্ডিয়া এমপ্লয়মেন্ট রিপোর্টে'-র তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়; ভারতে মোট বেকার জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮৩ শতাংশই তরুণ প্রজন্ম। আরোও উদ্বেগজনক বিষয় হলো; শিক্ষিত তরুণদের মধ্যেই বেকারত্বের হার অশিক্ষিতদের তুলনায় বহুগুণ বেশি।মাধ্যমিক বা তার চেয়ে উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের মাত্রা উদ্বেগ জনক জায়গায় পৌঁছেছে। এর অর্থ স্পষ্ট— দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিল্পক্ষেত্রের চাহিদার মধ্যে এক বিশাল বৈষম্য বা 'স্কিল গ্যাপ '(Skill Gap) বিদ্যমান।ডিগ্রী অর্জিত হলেও তা আধুনিক কর্মক্ষেত্রের উপযোগী হয়ে উঠছে না। এর মূল কারণ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে চাহিদার মধ্যে এক বিশাল কাঠামোগত ব্যবধান বা 'স্কিলগ্যাপ' প্রথাগত সনদমুখী শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের যে জ্ঞান দিচ্ছে; বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বাজার তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। ফলে প্রতি বছর কোটি কোটি তরুণ স্নাতক হয়ে কর্মক্ষেত্রে পা রাখলেও তাদের অধিকাংশই 'আনএমপ্লয়েবল' বা কাজের অনুপোযোগী বলে গণ্য হচ্ছেন। ভারতে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আড়ালে যে কাঠামোগত ব্যাধিগুলি রয়েছে; সেগুলিকে কয়েকটি প্রধান ভাবে চিহ্নিত করা যায়..

১. গিগ ইকোনমির (Gig Economy) অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার ও সামাজিক সুরক্ষার অভাব..
বর্তমানে অ্যাপ-ভিত্তিক ডেলিভারি বয়; রাইড- শেয়ারিং প্লাটফর্ম বা চুক্তিমূল কাজের মাধ্যমে লাখ লাখ তরুন সাময়িক উপার্জন করছেন। এই 'গিগ ইকোনোমি' আপাতদৃষ্টিতে বেকারত্বের হার কিছুটা কমালেও; এটি কোনো স্থায়ী বা মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান নয়। এখানে কোনো নির্দিষ্ট কাজের সময়সীমা; ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তা; স্বাস্থ্যবীমা; মাতৃত্বকালীন সুবিধা কিংবা পেনশনের ব্যবস্থা নেই। ফলে শ্রমশক্তির এক বিরাট অংশ এক চরম অনিশ্চিত এবং নড়বড়ে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ২. নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সংকটজনক হার..(FLFPR) একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো উৎপাদনে নারীর সমান অংশীদারিত্ব। ভারতের নারী শিক্ষার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও; 'ফিমেল লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট' বা কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হার আন্তর্জাতিক গড়ের তুলনায় অত্যন্ত হতাশাজনক। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি; নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাব; গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তনের অভাব এবং পারিশ্রমিকের বৈষম্য দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাকে মূল অর্থনৈতিক অবদানকারীর ভূমিকা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে।

৩. সরকারি নিয়োগের দীর্ঘসূত্রতা ও শূন্য পদের পাহাড়..
ভারতের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত তরুণদের কাছে আজও একটি স্থায়ী সরকারি চাকরি সামাজিক নিরাপত্তা এবং মর্যাদার প্রতীক। অথচ কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর; বিদ্যালয়; হাসপাতাল এবং প্রতিরক্ষা খাতে লাখ লাখ শূন্য পদ পড়ে থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে নিয়োগ পরীক্ষা না হওয়া; প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত দুর্নীতি এবং দীর্ঘ আইনি জটিলতা তরুণদের মূল্যবান জীবন থেকে একাধিক বছর কেড়ে নিচ্ছে। এর ফলে তৈরি হচ্ছে গভীর মানসিক বিষণতাও ক্ষোভ। ৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)ও স্বয়ংক্রিয়করণের ধাক্কা.. তথ্যপ্রযুক্তি খাতের দ্রুত বিস্তার ভারতের অন্যতম শক্তি হলেও, ত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং অটো মেশনের প্রভাবে প্রথাগত আইটি; কল সেন্টার এবং অন্যান্য মধ্যম- দক্ষতাব. (Mid - Skilled) চাকরিগুলো ঝুঁকির মুখে পড়ছে। গ্লোবাল আইটি এবং সার্ভিস খাত যেভাবে দ্রুত নিজেদের খোল নলচে বদলে ফেলছে; তার সাথে তাল মিলিয়ে দেশের শ্রমশক্তিকে 'রিস্কিল '(Reskilling) বা পুনঃ দক্ষ করে তোলার মতো পরিকাঠামো এখনো অপ্রতুল।

গ্রামীণ ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের দুরবস্থা..
ভারতের প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি শ্রমশক্তি এখনো অসংগঠিত ক্ষেত্রে (Informal Sector) কর্ম রত। নোটবন্দি; জিএসটি বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে অতিমারির প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে দেশের ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর। কৃষিখাতের ওপর অতিরিক্ত মানুষের নির্ভরতা কমছে না; অথচ কৃষিকাজে আয় কমে যাওয়ায় গ্রামীণ তরুণরা শহরে এসে স্থায়িত্বহীন ও কম মজুরির কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং স্থানীয় উৎপাদনের অভাব এই সংকটকে আরোও জটিল করে তুলছে। এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে কেবল জিডিপির (GDP)- এর হার বা শেয়ার বাজারের সূচক দিয়ে পরিমাপ করলে চলবে না। নীতি নির্ধারকদের অবিলম্বে কয়েকটি জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন

১. উৎপাদন ও শ্রম-ঘন শিল্পে জোর দেওয়া ..
চিন বা অন্যান্য এশীয় দেশের মতো ভারতকে শ্রম ঘন (Labour - Intensive) উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর জোর দিতে হবে। পোশাক; চামড়া শিল্প; খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং খেলনা তৈরীর মতো ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব।

২. MSME খাতকে পুনরুজ্জীবিত করা..
দেশের ক্ষুদ্র; ছোট ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রেই (MSME) হলো কর্মসংস্থানের প্রধান ইঞ্জিন। এই খাতটিকে সহজ সর্তে ঋণ;কর ছাড় এবং আধুনিক প্রযুক্তি সহায়তা দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে।

৩. শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতার মেলবন্ধন..
বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রযুক্তি নির্ভর কারিগরি প্রশিক্ষণকে বিদ্যালয় স্তর থেকে বাধ্যতামূলক করা উচিত; যাতে ডিগ্রির সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

৪. সামাজিক সুরক্ষা আইন কঠোর করা..
গিগ ওয়ার্কার ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো তৈরি করে নূন্যতম মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি তার তরুণ সমাজ। বিশ্বের বহু দেশ যেখানে বয়স্ক মানুষের আধিক্যে ভুগছে; সেখানে ভারতের জনসংখ্যা অত্যন্ত তরুণ ও সম্ভাবনাময়। কিন্তু নীতি ও পরিকল্পনার অভাবে এই শক্তি যদি কর্মহীনতায় দিন কাটায়; তবে এই 'জনমিতিক লভ্যাংশ' (Demographic Dividend) ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণ হতে পারতো; তা অচিরেই সামাজিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক অসন্তোষের রূপ নেবে। ভারতের সত্যিকারের রূপান্তর কেবল ডিজিটাল অর্থনীতির চোখ ধাঁধানো তথ্যে সম্ভব নয়; দেশের কোটি কোটি তরুণীর হাতে যদি নিরাপদ; মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক জীবিকার সুযোগ তুলে দেওয়া যায়; তবেই ভারত তার প্রকৃত সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারবে।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার- ৬২৯৫৫৩৩১০৭

লকেট চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখী অদিতি চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন সফল হয়েছে। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। কতটা সফল হয়েছে বলে আপনার মনে হয় ?

আমাদের এত বছরের লড়াই সফল হয়েছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের বাংলাতেই আমরা মানুষ হয়েছি। একটা অসম্ভব যে বিচার ধারার ভাঙচুর চুরমার হয়ে গেছে তার হাত থেকে বাংলাকে বাঁচিয়েছি। ৩৩৪ এরও বেশী আমাদের কর্মীরা শহিদ হয়েছেন। নিচু স্তরের কর্মীরা প্রচন্ড লড়াই করেছেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাংলাকে আমাদের সু-শাসনের মাধ্যমে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এটা আমাদের কাছে একটা বড় লড়াই বড় চ্যালেঞ্জ। মানুষের কাছে যে সংকল্প গুলো করা হয়েছিল, সেগুলো যেন সত্যি বাস্তবায়িত করতে পারি তারই চেষ্টা চলছে।

আপনি বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সাধারণ সেক্রেটারির দায়িত্বে রয়েছেন। কাজ করার অনুভূতি কেমন ? আগামী দিনে আর কী কী কর্মসূচি রয়েছে ? ১২ বছর পার্টি করছি, ৬ বছর পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি আছি। লোকজন আসে, তারা যাতে ভালো থাকে সেই চেষ্টাই করি। সরকারি প্রকল্প গুলোকে আরো বেশি করে মানুষের দরবারে পৌঁছে দিতে হবে। কী বলবেন ?

আমাদের সরকার প্রচন্ড দ্রুততার সঙ্গে কাজ করছে। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের কাছে একটা বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম। সরকারকে যেভাবে আমরা তৎপর দেখছি, সেই একই পুলিশকে আমরা যে অ্যাক্টিভ

রোলে দেখতে পাচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো। বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি দিতে হবে, রাজ্যে কলকারখানা করতে হবে। আপনারা নির্বাচনে টাটা কে ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখানকার ছেলে মেয়েরা যাতে কাজের জন্য বাইরে না যায়, কী বলবেন? কয়েকদিনের মধ্যেই শ্যাম স্টিল আমুল ফ্যাক্টরি এসেছে। যেখানে কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। প্রায় ৫-৬ টা ইন্ডাস্ট্রি এসেছে এবং তাদের প্রচুর কর্মসংস্থান হচ্ছে। আমাদের প্রধান বিষয় ছিল কর্মসংস্থান অর্থাৎ বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি দিতে হবে এবং যারা বাইরে কাজ করে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের সরকার পুরোপুরিভাবে চেষ্টা করছে যাতে এখানে এমন একটা হাব তৈরি হোক, বাইরের লোকেরা কাজ করতে আসে। সম্প্রতি বিজেপিতে যোগদান করছেন করেছেন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় সুস্মিতা দেব প্রকাশ চিক বরাইক। কিন্তু নির্বাচনের আগে তো দল বদলের বা বিজেপিতে যোগদানের সেরকম কোনো ইঙ্গিত বা কথা ছিল না। কী বলবেন ? এখনো আমাদের দলবদলের কোনো ইঙ্গিত নেই। আমাদের কাছে আগে দেশ তারপর পার্টি তারপর আমরা। দেশের স্বার্থে কোনও বিল আনতে, কোনও নতুন আইন আনতে, কোনও বিল যদি পাস করাতে হয় তাহলে সেখানে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগে। দেশের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে আমাদের যতটা করার আমরা করছি।

ধর্ষণ আমাদের সমাজের এক মারণ রোগ। সম্প্রতি আমরা বারুইপুর দেখেছি, তারও আগে আরজি কর দেখেছি। মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে রাজ্য সরকার আরও বিশেষ কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে ?

অনেক কিছুই করছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার বলেছেন, 'মহিলাদের ওপর ধর্ষণ সহ কোনো রকম অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা চলবে না'। আগে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যে মহিলারা সম্মান পাননি এখন ঠিক তার উল্টোটা হবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স-সম্মানে মহিলাদের আগে বাড়াচ্ছেন। আপনি যখন হুগলির এমপি ছিলেন সেই দায়িত্বটা বেশি ভালো, না ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ সেক্রেটারির দায়িত্বটা বেশি ভালো ? কী বলবেন ? এমপি থাকাকালীন এমপির দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করেছি। পাশাপাশি, একইসঙ্গে জেনারেল সেক্রেটারিরও দায়িত্ব পালন করছি। কাজের প্রচুর চাপ রয়েছে। বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাওয়া, মানুষকে দেখা, তাদের আবদার গুলো তো মানতেই হয়।

গ্রামাঞ্চলে আরো বেশি করে পার্টির সক্রিয় সদস্য পদ ছড়িয়ে দিতে হবে। কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ?

লাস্ট ২০২৪-২০২৫ সালে আমাদের অ্যাক্টিভ মেম্বারশিপ ১ কোটি হয়েছিল। আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব বললেই আবার আমরা মেম্বারশিপ চালু করব। বিজেপি কর্মীরা কোথাও যেন উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বিরোধীদের উপর আক্রমণ না শানায়। কী বার্তা দেবেন ? ভারতীয় জনতা পার্টির যারা বিজেপির কার্যকর্তা রয়েছেন তারা কোনদিনই এগুলো করবেন না। তারা প্রশিক্ষণ নীতির মাধ্যমে বড় হয়েছেন। কিন্তু যারা ৪ ঘন্টার মধ্যে বিজেপি হয়েছে, তাদের একে অপরের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে। আমরা তাদের বিজেপি বলে ধরি না। কেউ যদি কারোর ওপর আঘাত হানে কেউ যদি কারোর ওপর অন্যায় করে লুট করে তোলাবাজি করে সে ক্ষেত্রে কোনো পার্টি দেখা হবে না। পুলিশ বিচার করবে।

আপনি একজন ভালো অভিনেত্রীর পাশাপাশি নৃত্যশিল্পী, মমতা শঙ্করের কাছে নাচও শিখেছেন। অভিনয় বা নাচে ফেরার কী সদিচ্ছা আছে ? ডেফিনেটলি কাজের চাপে এখন অতটা মিস করি না। সিনেমা দেখাও হয় না নাচও দেখা হয়ে ওঠে না। ডেফিনেটলি ভেতরে রয়েছে, আগে কি হবে আমি জানি না।

বিরোধীদের উদ্দেশ্যে কী বলবেন ? বিরোধী বলে এখন কিছুই তো আর দেখতে পাচ্ছি না। কারোর সাহস নেই মাথা তুলে দাঁড়ানোর। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কাজ করছেন সেখানে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছেন না। বিরোধী থাকা দরকার আছে। কিন্তু এরা যে এমনই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে প্রত্যেকটা লোক কিছু না কিছু তোলাবাজি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। তারা একে অপরকে বাঁচাতে কোনো জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে। বিরোধীদের এটাই বলব যে, ভারতীয় জনতা পার্টির ডবল ইঞ্জিনের সরকার আগামী দিনে কী ভাবে কাজ করবে আপনারা তা দেখুন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এইমস, দিল্লি এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে মৌ-স্বাক্ষরের অগ্রগতি নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পর্যালোচনায় সন্তোষ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: এইমস, নিউদিল্লির সহযোগিতায় ত্রিপুরা সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য যে প্রয়াস নিয়েছে, তার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনার লক্ষ্যে সম্প্রতি মহাকরণে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনা হয়েছে। মৌ স্বাক্ষরের পর গত কয়েকমাসে রাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এইমস, নিউ দিল্লির অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) নিখিল ট্যান্ডন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদক্ষেপগুলি রাজ্য সরকার যেভাবে দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন করেছে তাতে যে অগ্রগতি হচ্ছে সে বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে জোর দিতে জিবিপি হাসপাতালে সুপার-স্পেশালিটি শিক্ষা, পরিকাঠামো ও পেরিফেরাল স্বাস্থ্য পরিষেবা শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিএম এবং এমসিএইচ কোর্স চালুর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এছাড়া পেরিফেরাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি উন্নত করে জিবিপি হাসপাতালকে একটি টারশিয়ারি কেয়ার হাসপাতাল হওয়ায় এখানে রোগীদের ভিড় অত্যন্ত বেশি হয়। এই চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে পেরিফেরাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে আরও শক্তিশালী করা হবে বলে এইমস এর ডিরেক্টর জানিয়েছেন। এছাড়াও বর্তমানে চালু বিভাগের পরিকাঠামো ও জনবল বৃদ্ধি করে জিবিপি হাসপাতালের বর্তমান বিভাগগুলোর পরিকাঠামোগত এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন করে পরিষেবা প্রদানের সময় বা "টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম" কমিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য গত ২৩ জুন মহাকরণে ভিডিও কনফারেন্সেও এইমস, নিউ দিল্লি এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্র এর প্রেক্ষিতে যে অগ্রগতি হয়েছে এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এবং স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকার কথা এইমস এর বিশেষজ্ঞ দল উল্লেখ করেছিলেন। মৌ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের তরফে নির্ধারিত পদক্ষেপ সমূহগুলির মধ্যে বেশিরভাগই রাজ্য সরকার দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন করেছে। বিশেষজ্ঞ দল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। টেলিমেডিসিনের কনফারেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থা, বহিরাজ্যে রোগীদের রেফার এর সংখ্যা কমিয়ে আনা সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বলিষ্ঠ পদক্ষেপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন তারা। পাশাপাশি রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার এক অংকে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ তারা দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত এবছর গত ২৮ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার রুমে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গত ১৭ অক্টোবর ২০২৫ স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্র (মৌ)-এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ সংক্রান্ত অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এবং এইমস, নিউ দিল্লির তৎকালীন ডাইরেক্টর প্রফেসর (ডাঃ) এম. শ্রীনিবাস এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা করেন। মৌ অনুসারে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর্মীবাহিনী গঠন, আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইটি-সক্ষম ব্যবস্থার উন্নয়নসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার প্রক্রিয়াধীন ও আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মচারি নিয়োগ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী স্বাস্থ্য অধিকার ও ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে। ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট, প্রশিক্ষণ ও স্কিল আপগ্রেডেশনের জন্য এইমস-এর সঙ্গে সমন্বয়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষা ও একাডেমিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন বিভাগ চালু স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স, সার্ভিস রুল সংশোধন এবং এইমস-এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। হাসপাতাল পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে জরুরি পরিষেবা, আইসিইউ সম্প্রসারণ, ওটি কার্যকরিকরণ, পিপিপি মডেলে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ চালু রয়েছে। আজকের এই পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে, অতিরিক্ত সচিব সাজু বাহিদ এ, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবাশ্রী দেববর্মা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকারের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) অভিজিৎ দত্ত, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডাঃ) বিপ্লব নাথ, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ বিধান গোস্বামী, এইমস, নিউ দিল্লির এইমস, অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) নিখিল ট্যান্ডন প্রমুখ।

জাতীয় সড়কের বেহাল দশা নিয়ে সরব প্রতিমা ভৌমিক, এক বছরের মধ্যে সংস্কারের আশ্বাস এনএইচডিআইসিএল -এর

আগরতলা, ২৮ জুলাই: রাজ্যের বিভিন্ন জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা নিয়ে যখন জনমনে উদ্বেগ বাড়ছে। আজ তিনি জাতীয় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম (এনএইচডিআইসিএল)-এর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে আগরতলা-খোয়াই-কমলপুর বিকল্প জাতীয় সড়ক এবং আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের চম্পকনগর থেকে খয়েরপুর পর্যন্ত অংশের দুরবস্থার বিষয়টি তুলে ধরেন।

প্রতিমা ভৌমিক জানান, আগরতলা-খোয়াই-কমলপুর বিকল্প জাতীয় সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ১৩৭ কিলোমিটার। এর মধ্যে প্রায় ৩২ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ২০২০ সালে এই সড়কের নির্মাণকাজ শুরু হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার কাজ সন্তোষজনক না হওয়ায় দুই বছর পর তাদের চুক্তি বাতিল করা হয়। পরে অন্য একটি সংস্থাকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলেও একটি সমীক্ষা রিপোর্ট এখনও না আসায় কাজের গতি ব্যাহত হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে তিনি এনএইচডিআইসিএল-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আধিকারিকরা তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে, খোয়াই-আগরতলা সড়কের সুবলসিং এলাকায় যান চলাচল যাতে ব্যাহত না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি আগামী এক বছরের মধ্যে ওই সড়কের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিমা ভৌমিক আরও জানান, আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের চম্পকনগর থেকে খয়েরপুর পর্যন্ত বেহাল অবস্থার বিষয়টিও তিনি এনএইচডিআইসিএল কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছেন। ওই অংশে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

'সাফাই আপনাও, বিমারি ভাগাও' অভিযানে পরিচ্ছন্ন আগরতলা গড়ার বার্তা, নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ আগরতলা গড়ে তুলতে শহরজুড়ে 'সাফাই আপনাও, বিমারি ভাগাও' অভিযানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ওসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আগরতলা পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ জুন থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ অভিযান আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত চলবে। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধ করা এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে নাগরিকদের আরও সচেতন করে তোলা।

অভিযানের আওতায় বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান, নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারের গুরুত্ব এবং মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সতর্কতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাড়ি, বাজার এবং জনপরিসর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পুর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর শহর গড়ে তুলতে শুধু প্রশাসনের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণও সমানভাবে জরুরি। তাই প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ বাড়ি, আশপাশের এলাকা এবং জনপরিসর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি বর্জ্য যথাযথভাবে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার আহ্বান জানানো হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের আশা, এই সচেতনতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিকদের সহযোগিতায় পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও বাসযোগ্য আগরতলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ তিন গ্রামের বাসিন্দারা

আগরতলা, ২৮ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে পাকা রাস্তার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহার কাছে আবেদন জানিয়েছেন সিপাহিজলা জেলার জম্পুইজলা ব্লকের দুর্গম পাহাড়ি এলাকার তিন গ্রামের বাসিন্দারা। আজ দুপুরে সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজেদের দীর্ঘদিনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, উজান পাথালিয়া ঘাট এডিসি ভিলেজের মলসুমপাড়া, বিজয় নন্দীপাড়া এবং রায়পাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭৯ বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁদের গ্রামের রাস্তা এখনও পাকা হয়নি। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করার কারণে প্রতিদিন যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বলে জানান তাঁরা।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আমরা পিচ রাস্তা চাই। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের গ্রামের রাস্তা পাকা হওয়ার অপেক্ষায় আছি। আমরা পাহাড়ি এলাকায় থাকি বলেই কি আমাদের গ্রামের রাস্তা পাকা হবে না।

স্থানীয়দের দাবি, বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে পড়ায় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, রোগী এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জরুরি পরিষেবাও অনেক সময় বাধাগ্রস্ত হয়। তিন গ্রামের বাসিন্দারা দ্রুত তাঁদের এলাকার রাস্তা পাকা করার জন্য রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তাঁদের আশা, মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

PNIe-T-18/EE/RD/BSGD/SPJ/2026-27/ dt. 27/07/2026

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 03/08/2026 for Construction of New Panchayat Bhavan (Single storied having provision of G+1 storied) at Gakulnagar GP under Bishalgarh RD Block, Sepahijala District, Tripura during the financial year 2026-27. (PWD SOR 2023).

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

ICA/C-1369/26

NOTICE INVITING TENDER

Tender in sealed cover super scribed as "TENDER FOR HIRING OF VEHICLE" for the office of the Supdt. of Agriculture, Rajnagar Agri. Sub-Division, Rajnagar is invited on behalf of Governor of Tripura from the bonafied & resourceful Vehicle owners of Indian Nationals Maruti Wagon R/ Maruti Esteem, VX/ Maruti Celerio X/ Maruti Eco/ Maruti Alto K10/ Maruti Estilo/Maruti Omni having Financial Year 2024-25 and preferably 3 month more. The Tender should quoted their rates both in figure and words in plain papers.

Tender will be received in the office of the undersigned from 10.30 A.M to 03.00 P.M on 03-08-2026 and will open in the office of the undersigned on the same day if possible in presence of the tenderer or their authorized representative. Format & other terms and condition etc. are available in the office of the undersigned during the office hours up to 31-07-2026.

Sd/-
(Ar. Dipak Chandra Das)
Superintendent of Agriculture
Rajnagar Agri. Sub-Division
Belonia, South Tripura

ICA/C-1372/26

TRIPURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NARSINGARGH

Dated: 28-07-2026

B.TECH 1ST SEMESTER ADMISSION NOTIFICATION

With reference to the notification published by TBJEE-2026 regarding distribution of seats in PCM group, all eligible and intending candidates seeking admission to 1st semester B. Tech Programme in Tripura Institute of Technology (TIT), Narsingarh and have received 'Nomination Letter/Allotment Letter' from TBJEE are hereby advised to visit admission portal of Tripura Institute of Technology admissiontit.in and read the detailed guideline related to B.Tech 1st semester Admission. Following the admission guideline, candidates are advised to pay admission fee, fill up the B.Tech Admission Form (admission form to be filled up in online mode only), Format of medical examination report and all other documents as mentioned in the detailed guideline related to E.Tech 1st semester Admission available in admissiontit.in.They are advised to come to TIT on any of the working days during 30.07.2026 to 01.08.2026 between 11:00 AM to 3:00 PM positively for taking admission. The detailed notification including guidelines is available in the Institute admission portal admissiontit.in

ICA/D-662/26 **Principal, TIT**

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ মহিলার নাম শ্রীমতি নমিতা দাস বয়স ৬৫ বৎসর, স্বামী- শ্রী নিরপেন্দ্র দাস, ঠিকানা ডাব বাড়ি,থানা-কচুছড়া, জেলাঃ-ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙঃ- ফর্সা, উচ্চতাঃ-৪.৫" ফুট, উক্ত মহিলা গত ০৮/০৭/২০২৬ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায়। এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খুঁজা-খুজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত বিষয়ে কচুছড়া থানায় গত ২৫/০৭/২০২৬ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথী ভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১১। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

উক্ত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে

যোগাযোগের ঠিকানাঃ-
পুলিশ সুপার,
ধলাই জেলা, আমবাসা
দুরাভাষনম্বর :-
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল,ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)

স্বাক্ষরঃ-
পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা,আমবাসা

ICA/D-668/26

গুরু রবিদাসের ৬৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'সম্প্রীতি সংকল্প অভিযান'-এর সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: সন্ত শিরোমণি শ্রী গুরু রবিদাস মহারাজের ৬৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেশব্যাপী 'সম্প্রীতি সংকল্প অভিযান' কর্মসূচির ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ত্রিপুরাতেও আগামী ২৯ জুলাই থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় আট মাসব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছে দলের রাজ্য নেতৃত্ব।

এই উপলক্ষে মঙ্গলবার আগরতলায় বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, দলের সহ-সভাপতি অজন্তা ভট্টাচার্য এবং রাজ্য মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার।

সাংবাদিক সম্মেলনে ভগবান চন্দ্র দাস বলেন, 'সম্প্রীতি সংকল্প অভিযান' শুধু একটি ধর্মীয় কর্মসূচি নয়, এটি সামাজিক সম্প্রীতি, সমতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি উদ্যোগ। তিনি জানান, সারা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরার প্রতিটি জেলাতেও এই কর্মসূচি পালিত হবে।

তিনি বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু মুনি-ঋষি ও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের অবদান সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এখনও পর্যাপ্তভাবে অবগত নন। তাঁদের মধ্যেই অন্যতম ছিলেন সন্ত শিরোমণি শ্রী গুরু রবিদাস মহারাজ। বারাণসীতে জন্মগ্রহণকারী গুরু রবিদাস সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণে জন্ম নিয়েও মানবতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার করেছিলেন। তৎকালীন সমাজে অস্পৃশ্যতার শিকার হলেও তিনি মানুষের মধ্যে সমতা ও সামাজিক ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ভগবান চন্দ্র দাস তাঁর বক্তব্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তির উল্লেখ করে গুরু রবিদাসের জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্মের কাছে গুরু রবিদাসের আদর্শ ও দর্শন পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী গুরু রবিদাসের জীবন, দর্শন ও আদর্শকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যা সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে সহায়ক হয়েছে।

বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক জানান, আগামী ২৯ জুলাই থেকে রাজ্যজুড়ে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। এদিন বিভিন্ন গুরু রবিদাস মন্দিরে দীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু করা হবে। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। তিনি দলীয় কর্মী-সমর্থকসহ সাধারণ মানুষকে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। একইসঙ্গে তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ বাড়িতেও গুরু রবিদাস মহারাজকে স্মরণ করার আহ্বান জানান।

দলীয় নেতৃত্বের দাবি, এই দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি, সামাজিক সমতা ও মানবিক মূল্যবোধ আরও সুদৃঢ় হবে এবং গুরু রবিদাসের আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে কুমারঘাটে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: উন্নয়নের কাজে জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে সরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। একজন যোগ্য সুবিধাভোগীও যাতে সরকারি সুযোগ সুবিধা বা বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির বিপিআরসি হলে ব্লকের চলমান উন্নয়ন কাজের আজ পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস, ভাইস চেয়ারম্যান শংকর দেব, কুমারঘাট বিএসি'র চেয়ারম্যান তপনজয় রিয়াং, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য তথা কুমারঘাট প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান শিবেন্দু ঘোষ, জিলা পরিষদের সদস্যগণ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ, গ্রাম প্রধান, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, বিডিও, পঞ্চায়েত সচিব প্রমুখ।

পর্যালোচনা সভার শুরুতে বিডিও সুশান্ত দত্ত জানান, গত ১লা জুলাই থেকে সারা দেশে ভিবি-জি-রামজি প্রকল্প শুরু হয়েছে। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত কুমারঘাট ব্লকে ১,০৪,২৫৩ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। বিডিও তার আলোচনায় ব্লক এলাকায় নির্মাণ কাজের মধ্যে বক্স কালভার্ট, স্টীল ফুট ব্রীজ, ইট সলিং রাস্তা, আরসিসি ড্রেইন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বাড়ি নির্মাণ ও সংস্কার যেসব বিভিন্ন পঞ্চায়েতে সম্পন্ন হয়েছে এবং এখনও কাজ চলছে তা তুলে ধরেন। একই সাথে জবকার্ড হোল্ডারদের ই-কেওয়াইসি, প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা (গ্রামীণ), পিএম জনমনে গৃহ নির্মাণ, স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে শৌচালয় নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাজ, পিএম আদর্শ গ্রাম প্রভৃতি কাজের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় বিডিও জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) এ ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ পর্যন্ত গৃহ নির্মাণের কাজ ৯৯.৩৪ শতাংশ শেষ হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কুমারঘাট ব্লকে গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩,৮৮৩টি। তারমধ্যে গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে ১৩,৭৯২টি। স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে শৌচালয় নির্মাণ হয়েছে ১৭, ১৪৩টি পরিবারের। পর্যালোচনা সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকেও বিভিন্ন পঞ্চায়েতে উন্নয়ন কাজের খতিয়ান তুলে ধরা হয়। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন পঞ্চায়েতে প্রস্তাবিত নির্মাণ কাজের ৮০ শতাংশ শেষ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ভিবি-জি-রামজি প্রকল্পে বছরে ১২৫ শ্রমদিবস কাজ ও ৩০০ টাকা করে মজুরির সংস্থান রয়েছে। জবকার্ড হোল্ডারদের যাতে বছরে ১২৫ দিনের কাজ দেওয়া যায় সেজন্য গ্রামস্তরের জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সচিব, জিআরএস, ব্লক প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্টদের টিম ওয়ার্ক হিসেবে কাজ করতে হবে। এজন্য পঞ্চায়েত অ্যাকশন প্ল্যানে কাজের নাম থাকতে হবে এবং অ্যাকশন প্ল্যান থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। তবেইও শ্রমদিবস বেশি হবে। তিনি বলেন, উন্নয়নের কাজে শুধু লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করলেই চলবেনা, যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সাফল্য আসবে না। কুমারঘাট ব্লক যাতে উন্নয়নের কাজে রাজ্যে একটি সম্মানজনক স্থানে থাকতে পারে তারজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে একযোগে কাজ করতে আহ্বান জানান।

কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস বলেন, বিগত কয়েক বছরে কুমারঘাট ব্লক বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে যেভাবে জাতীয় ও রাজ্য পুরস্কার অর্জন করছে সেই ধারা আগামীদিনেও আমাদের বজায় রাখতে হবে।

৩৫ বছরেও সংস্কার হয়নি রাস্তা, কাঞ্চনমালার নকুল চৌমুহনী—শ্রীনগর ঋষি কলোনি সড়ক নিয়ে ক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮জুলাই: দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর ধরে সংস্কার না হওয়ায় বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের নকুল চৌমুহনী থেকে শ্রীনগর ঋষি কলোনি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। রাস্তার দুরবস্থাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, বারবার জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও আজও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি।

স্থানীয়দের দাবি, এই সড়কটি নকুল চৌমুহনী, সেকেরকোট, কাঞ্চনমালা এবং আগরতলার সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ এই রাস্তা ব্যবহার করে যাতায়াত করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বিভিন্ন অংশ ভাঙাচোরা ও খানাখন্দে পরিণত হওয়ায় পথচারী, মোটরচালক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিত্যদিনের দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তার বেহাল অবস্থার বিষয়টি একাধিকবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জনপ্রতিনিধিদের জানানো হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে জনপ্রতিনিধিরা এলাকা পরিদর্শন করে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলেও বাস্তবে এখনও পর্যন্ত কোনো কাজ শুরু হয়নি।

স্থানীয়দের বক্তব্য, বর্ষাকালে রাস্তার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। কাদাজল ও বড় বড় গর্তের কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যায় এবং সাধারণ মানুষের চলাচল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর দাবি, জনস্বার্থে অবিলম্বে নকুল চৌমুহনী থেকে শ্রীনগর ঋষি কলোনি পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার কাজ শুরু করা হোক। তাঁদের প্রশ্ন, দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে অবহেলিত এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের উন্নয়নের কাজ কবে শুরু হবে, সেই উত্তর এখন প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকেই প্রত্যাশা করছেন তাঁরা।

সূর্য ঘরে এখন ১৫ মেগাওয়াটের শক্তি বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় নীরব বিপ্লব রাজ্যে

আগরতলা, ২৮ জুলাই:একটি বাড়ির ছাদে কয়েকটি সোলার প্যানেল। সেখান থেকেই তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুৎ যাচ্ছে বাড়ির আলো, পাখা, ফ্রিজ কিংবা অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চালাতে। আর বাড়তি বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে গ্রিডে। এভাবেই এক একটি বাড়ি যখন নিজের প্রয়োজনের বিদ্যুৎ নিজেই তৈরি করতে শুরু করেছে, তখন অজান্তেই বদলে যাচ্ছে গোটা রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার চিত্র। ত্রিপুরায় সেই পরিবর্তন এখন আর সম্ভাবনা নয়, বাস্তবতা। পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার হাত ধরে বাড়ির ছাদে স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা ইতিমধ্যেই ১৫ মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে।

এই ১৫ মেগাওয়াটকে তাই নিছক একটি পরিসংখ্যান হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা। কারণ এই বিদ্যুৎ কোনও একটি বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আসছে না। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার সাধারণ মানুষের বাড়ির ছাদ থেকেই তৈরি হচ্ছে এই শক্তি। অর্থাৎ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্ব এখন আর শুধু বড় প্রকল্প বা সরকারি ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সাধারণ মানুষও হয়ে উঠছেন বিদ্যুৎ উৎপাদনের অংশীদার।

২৭ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত পরিসংখ্যান বলছে, পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনায় রাজ্যে ১৭,৩৩০টি সৌর আবেদনের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। এর মধ্যে ৭,৮৪৬টি আবেদন জমা পড়েছে এবং সেই আবেদনগুলির প্রস্তাবিত সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,৭৩৩ কেডব্লিউপি। ইতিমধ্যে ৪,৪৬০টি সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই স্থাপিত প্রকল্পগুলির সম্মিলিত ক্ষমতা ১৫,৩০০ কেডব্লিউপি বা ১৫.৩ মেগাওয়াট। এই পরিসংখ্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্থিক সাফল্যও। ইতিমধ্যে ৩,৮৫৩ জন গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ভর্তুকি পৌঁছেছে, যার মোট পরিমাণ ৩২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকারও বেশি। অর্থাৎ, সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শক্তির পথে হাঁটার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আর্থিক বোঝাও কমছে।

ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ও প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথের দিকনির্দেশনা এবং বিদ্যুৎ সচিব অভিষেক সিং, আইএএস-এর উদ্যোগে এই প্রকল্পকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। সরকারের লক্ষ্য, রাজ্যের আরও বেশি সংখ্যক পরিবারকে সৌরবিদ্যুতের আওতায় এনে বাড়ির ছাদকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত করা।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এখানেই। সোলার প্যানেল বসানো মানে শুধু বিদ্যুৎ বিল কমানো নয়, চাইলে নিজের বাড়িকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি ছোট কেন্দ্র করে তোলা। নিজের উৎপাদিত বিদ্যুৎ নিজে ব্যবহার করে বিল শূন্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে সরবরাহ করে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সুযোগও রয়েছে।

এর বাস্তব উদাহরণও সামনে এসেছে। ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ত্রৈমাসিকে ১,৬৭৯ জন গ্রাহক নিজেদের বিদ্যুৎ বিল শূন্যে নামিয়ে অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্রির মাধ্যমে মোট ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা আয়ের সুযোগ পেয়েছেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে সেই অর্থ পৌঁছনোর কথা।

ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এখন আহ্বান একটাইবাড়ির ছাদ খালি রাখবেন না, সূর্যের আলোকে শক্তিতে বদলে ফেলুন। পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা সেই সুযোগই তৈরি করে দিচ্ছে। একটি সোলার প্ল্যান্ট যেমন নিজের পরিবারের বিদ্যুৎ খরচ কমাতে পারে, তেমনই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হলে তা আয়ের নতুন দরজাও খুলে দিতে পারে।ত্রিপুরায় ১৫ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন তাই কোনও শেষ সাফল্য নয়। বরং এটি আরও বড় পরিবর্তনের শুরু। আজ ৪,৪৬০টি বাড়ির ছাদ বিদ্যুৎ তৈরি করছে, আগামী দিনে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে। একদিন হয়তো রাজ্যের প্রতিটি বাড়ির ছাদই হয়ে উঠবে একটি করে ক্ষুদ্র বিদ্যুৎকেন্দ্র।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসে কমলপুরে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৮ জুলাই: বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষে কমলপুরে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করল হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা-র কমলপুর শাখা। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার কমলপুর মহকুমার বামনছড়া বিদ্যা জ্যোতি সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা-সহ একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। উদ্বোধন করেন দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের এসডিএমও তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. শুভাশিস দে, চিকিৎসক ডা. প্রিয়াংকা রায়, হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা-র কমলপুর শাখার সম্পাদক উত্তম বসু, সিনিয়র নার্স তুসীমা দেব, সাংবাদিক দেবজিৎ গুহরায় এবং বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বর্ণ সুন্দর শীল-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আলোচনা সভায় বক্তারা হেপাটাইটিস রোগের কারণ, লক্ষণ, প্রতিরোধের উপায় এবং সময়মতো চিকিৎসার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।বিশেষ করে ডা. শুভাশিস দে ও ডা. প্রিয়াংকা রায় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে হেপাটাইটিস প্রতিরোধে টিকাকরণ, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেন।অনুষ্ঠানের শেষে বক্তাদের আলোচনার বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে অতিথিরা পুরস্কার তুলে দেন।আয়োজকদের বক্তব্য, বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হল হেপাটাইটিস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সুস্থ সমাজ গঠনে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জলাতঙ্ক হলে কি মৃত্যু অনিবার্য

মরিয়ম সুলতানা

বাংলাদেশে জলাতঙ্কে মৃত্যুহার আগের তুলনায় কমলেও ঝুঁকি পুরোপুরি কাটেনি। প্রতি বছর এখনো লাখ লাখ মানুষ কুকর-বিড়ালের মতো প্রাণীর কামড়ের শিকার হচ্ছেন, আর অবহেলার কারণে বছরে প্রায় অর্ধশত মানুষ এই রোগে মৃত্যুর মুখে পড়ছেন। ভাইরাসজনিত রোগ জলাতঙ্ক, ইংলিশে র‍্যাবিস, মূলত সংক্রমিত প্রাণীর লালা থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। একসময় কুকুরের কামড় থেকে জলাতঙ্ক বেশি হলেও বর্তমানে বিড়ালসহ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর কামড় থেকেও সংক্রমণের ঘটনা বাড়ছে।

প্রাণীর কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে ভাইরাস মানুষের শরীরে ঢুকে স্নায়ুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে তা মারাত্মক রূপ নিতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, এই রোগের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো, একবার লক্ষণ প্রকাশ হয়ে গেলে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত। কারণ লক্ষণ প্রকাশের পর এর কোনো চিকিৎসা নেই বললেই চলে। তবে আশার কথা হলো, সঠিক সময়ে ক্ষত পরিষ্কার করা, দ্রুত টিকা নেওয়া এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে জলাতঙ্ক প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই প্রতিবেদনে জলাতঙ্কের লক্ষণ, প্রতিকার, প্রতিরোধের বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো।

প্রতি বছর সম্ভাব্য সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়ে সেখানে প্রায় এক লাখ মানুষ জলাতঙ্কের টিকা নেন। তবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিডিসি'র তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মূলত কুকুর ও বিড়ালের কামড় ও আঁচড় থেকে এটি ছড়ায়। এছাড়া, বেজি ও শিয়ালের থেকেও জলাতঙ্ক ছড়াতে পারে। গত বছর বাংলাদেশে প্রায় সাত থেকে আট লাখ মানুষ প্রাণীর কামড়ের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে কামড় দেয় বিড়াল, আর ৩৫-৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে কুকুর। এর কারণ হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিডিসি (কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল) বিভাগের ডিজিজ কন্ট্রোল পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. হালিমুর রশিদ বলেছেন, এখন কুকুরের চেয়ে বিড়ালের কামড় বেশি খায় মানুষ, কারণ ঘরে ঘরে মানুষ এখন বিড়াল পালে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন এ বিষয়ে বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, বাংলাদেশে এসব প্রাণী বেশি পাওয়া যায় বলে এগুলোর নাম আসছে। কিন্তু যেকোনো সংক্রমিত বন্য প্রাণীর লালা থেকে মানুষ জলাতঙ্কে আক্রান্ত হতে পারে। বাংলাদেশে একসময় জলাতঙ্কে বছরে গড়ে প্রায় দুই হাজার মানুষ আক্রান্ত হতো। এখন তা কমে বছরে প্রায় ৫০ জনে নেমে এসেছে, বলছিলেন সিডিসি'র ডা. মো. হালিমুর রশিদ।

তিনি এও জানান, ২০২৪-২৫ সালে যেখানে পাঁচ থেকে ছয় লাখ ডোজ টিকার প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে এ বছর তা বেড়ে প্রায় ১২ লাখে পৌঁছাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মানুষ সাধারণত সরাসরি এই রোগে আক্রান্ত হয় না। সংক্রমিত প্রাণী না কামড়ালে বা না আঁচড়ালে মানুষের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই, বলছিলেন ডা. মুশতাক হোসেন। আক্রান্ত প্রাণী কামড় বা আঁচড় দিলেই ভাইরাসটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। অনেক সময় খোলা ক্ষত স্থানে বা চোখ-মুখের ঝিল্লিতে লালা লাগলেও সংক্রমণ হতে পারে।

ভাইরাসটি শরীরে ঢোকার পর ধীরে ধীরে তা স্নায়ুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং লক্ষণ শুরুর আগে চিকিৎসা না নিলে মস্তিষ্কজনিত সমস্যা তৈরি হয়, যা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি'র তথ্য বলছে, সংক্রমণ থেকে লক্ষণ প্রকাশ পর্যন্ত যে সময় লাগে, তাকে ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলা হয়। এটি কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হতে পারে। এই সময়টাতে সাধারণত কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তবে একবার লক্ষণ শুরু হলে এই রোগ প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। জলাতঙ্কের প্রাথমিক লক্ষণগুলো সাধারণত ফ্লুর মতো হয়। যেমন— দুর্বলতা বা অস্বস্তি, জ্বর, মাথাব্যথা। কামড়ের স্থানে ব্যথা, ঝিনঝিনে অনুভূতি বা চুলকানিও হতে পারে। সাধারণত প্রথম লক্ষণের দুই সপ্তাহের মধ্যেই রোগটি গুরুতর আকার ধারণ করে। তখন আচরণগত পরিবর্তন, যেমন--- উদ্বেগ, বিভ্রান্তি, অস্থিরতা ও হ্যালুসিনেশন দেখা দিতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে তীব্র তৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও জল দেখলে ভয় লাগে। অতিরিক্ত লালা পড়া এবং আক্রমণাত্মক আচরণ, যেমন— ছটফট করা বা কামড়ানোর প্রবণতাও দেখা যায়। কারও আবার বাতাসের ভয়ও তৈরি হয়, কারও ক্ষেত্রে খিঁচুনি বা প্যারালাইসিস দেখা দেয়। এ বিষয়ে ডা. মুশতাক হোসেনও বলছিলেন, 'লক্ষণের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। লক্ষণ দেখা দেওয়া মানেই আপনার বাঁচার সম্ভাবনা কম। লক্ষণ মানে মস্তিষ্কের প্রদাহ। তখন রোগী অস্বাভাবিক আচরণ করা শুরু করবে এবং প্রায় নিশ্চিত মৃত্যু।' খুবই বিরল ক্ষেত্রে কেউ বেঁচে গেলেও তাদের অধিকাংশের গুরুতর মস্তিষ্কজনিত জটিলতা থেকে যায়, বলা হয়েছে যুক্তরাজ্যের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ওয়েবসাইটে। কামড়ের পর করণীয় ও চিকিৎসা লক্ষণ প্রকাশের পর জলাতঙ্কের চিকিৎসা খুবই সীমিত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। তাই এটিকে প্রায় অবধারিতভাবে মারাত্মক রোগ হিসেবে ধরা হয়। আর এই কারণেই জলাতঙ্ককে প্রতিরোধযোগ্য হলেও অত্যন্ত বিপজ্জনক রোগ বলা হয়। সেকারণে, 'কোনো প্রাণী কাউকে আক্রমণ করলে দেরি না করে সাথে সাথে সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল বা এই বিষয়ক চিকিৎসকের শরণাপন্ন' হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ডা. হোসেন। তবে সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে আক্রমণের পর দ্রুত কিছু পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'সাথে সাথে ক্ষত স্থান অ্যান্টিসেপ্টিক দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। সাবান দিয়ে ধুলেও হবে। তা না থাকলে শুধু পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এরপর দ্রুত ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব না হলে টেলিফোন করে হেল্পলাইনেও সাহায্য নিতে পারে।' 'কারণ জলাতঙ্কের ইঞ্জেকশন ফার্মেসিতে পাওয়া যায়, তখন হয়তো ডাক্তার বলে দেবে যে আপনি ওই ইঞ্জেকশন দিয়ে তারপর আমার কাছে আসেন,' বলছিলেন ডা. মুশতাক হোসেন। সিডিসি'র তথ্য অনুযায়ী, যদি কারও জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে। এই চিকিৎসাকে বলা হয় পোস্ট-এক্সপোজার প্রফিল্যাক্সিস (পিইপি)। এতে ক্ষত পরিষ্কার করা, হিউম্যান র‍্যাবিস ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেওয়া এবং চার বা পাঁচ ডোজের টিকা দেওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। সম্ভাব্য সংক্রমণের পর যত দ্রুত সম্ভব এই চিকিৎসা শুরু করতে হয়। সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা নেওয়া হলে এটি প্রায় শতভাগ কার্যকরভাবে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। তবে অনেকেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর আর টিকা নেন না, যা বড় ঝুঁকি তৈরি করে। কিন্তু কোনো প্রাণী আক্রমণ করলেই কি টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক? জানতে চাইলে ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, 'ওই প্রাণী র‍্যাবিস সংক্রমণের কোন পর্যায়ে আছে বা আগে থেকে তার ভ্যাকসিন দেওয়া আছে কি না, এসব বিবেচনা করা যেতে পারে যদি সাথে সাথে ওই প্রাণীটিকে পাওয়া যায়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না, পালিয়ে যায়।'

'আর কামড় বা আঁচড়ের পর থেকে যাওয়া লালা থেকেও এটা সাথে সাথে পরীক্ষা করা যাবে না। ভাইরাস যদি শরীরে প্রবেশের পর ডেভেলপ না করে, সঙ্গে সঙ্গে রেজাল্ট আসবে না। আর যখন ডেভেলপ করবে, তখন শেষ সব। তাই, র‍্যাবিস হোক, তার পর ভাইরাস চিহ্নিত করবো; রোগীকে মেরে ফেলে তো এটা করতে পারি না। সেজন্য অনুমান করে দেওয়া হয়।'

প্রতিরোধ ও টিকা

জলাতঙ্ক প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো সচেতনতা ও টিকাদান। পোষা প্রাণীকে নিয়মিত টিকা দেওয়া এবং রাস্তার কুকুর নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সিডিসি'র তথ্য বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির কারণে জলাতঙ্ক আক্রান্ত কুকুরের সংখ্যা খুবই কম। তবে বিশ্বব্যাপী চিত্র ভিন্ন। প্রতি বছর জলাতঙ্কে আনুমানিক ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যুর মধ্যে ৯৫ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে দায়ী গৃহপালিত কুকুর। এদিকে, যুক্তরাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এনএইচএস-ও বলছে যে জলাতঙ্ক সারা বিশ্বেই পাওয়া গেলেও যুক্তরাজ্যে এটি খুবই বিরল। সেখানে শুধু কিছু বাদুড়ের মধ্যেই জলাতঙ্ক পাওয়া যায়।

তবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অঞ্চলে জলাতঙ্ক বেশি দেখা যায়। এসব অঞ্চলে কুকুর, বাদুড়, র‍্যাকুন ও শিয়ালের মতো স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। যুক্তরাজ্যে সাধারণত শুধু কিছু বাদুড়ের মধ্যেই জলাতঙ্ক পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ডা. মুশতাক আহমেদ বলছিলেন, 'ইউরোপ-আমেরিকায় পোষা প্রাণী মানেই মালিকানাধীন প্রাণী। গলায় পরিচয় থাকে। ওরা ভ্যাকসিন দিয়ে রাখে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকার মতো অঞ্চলে প্রাণীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নাই। পোষা প্রাণীর ক্ষেত্রেও না।' যারা জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে বেশি— যেমন, পশুচিকিৎসক, প্রাণী নিয়ে কাজ করেন এমন ব্যক্তি বা যাদের প্রাণীর সংস্পর্শে বেশি থাকতে হয়, তাদের বাড়তি সুরক্ষার জন্য আগে থেকেই (প্রি-এক্সপোজার) টিকা নেওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

শিশুদের শেখাতে হবে যাতে তারা অপরিচিত প্রাণীর কাছাকাছি না যায় বা উসকানি না দেয়। এদিকে, র‍্যাবিসের টিকার কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে। যেমন, জ্বর, ব্যথা ইত্যাদি।

নাক ফোটানো কোনটা শুভ বাঁ দিক না ডান দিক

ফ্যাশনের ট্রেন্ড কখনও পুরনো হয় না, শুধু রূপ বদলায়। একটা সময় ছিল যখন শাড়ির সঙ্গে ছোট্ট একটি নাকছাবি বা ভারী নথ পরার চল ছিল। এখন আবার ওয়েস্টার্ন পোশাকের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায় এই গয়না। কিন্তু যখনই নাক ফোটানোর কথা ওঠে, তখনই মাথার মধ্যে একটি বড় প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। বাঁ দিক, না ডান দিক? কোন দিকে নাক ফোটানো সবচেয়ে বেশি উপযোগী? দিদিমা-ঠাকুমারা বলে থাকেন, মেয়েদের নাক ফোটানো বাধ্যতামূলক, এতে নাকি সংসারের মঙ্গল হয় এবং স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধন দৃঢ় হয়। যদিও এমন কথার সরাসরি উল্লেখ শাস্ত্রে নেই। তবে নাকছাবি পরার অন্যান্য নানা চমৎকার গুণাগুণ রয়েছে। আসুন, জেনে নেওয়া যাক এই বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র ঠিক কী বলছে। বাঁ দিক না ডান দিক, কোনটা শুভ? অনেকেই শুধুমাত্র শখের বশে বা মুখের গড়ন অনুযায়ী ডান দিকে নাক ফোটান। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, নাকছাবি পরার জন্য নাকের বাঁ দিকই হল সবচেয়ে শুভ। মনে করা হয়, বাঁ দিকে নাক ফোটানো হলে জীবনের নানা দিক থেকে অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা যায়। আর্থিক বাধা কেটে যায় এবং জীবনে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার হয়। তবে এর মানে এই নয় যে ডান দিকে নাক ফোটানো অপরাধ! ডান দিকে নাকছাবি পরার ক্ষেত্রে শাস্ত্রে কোনও কড়া বিধিনিষেধের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে শ্রেষ্ঠ ফল পেতে বাঁ দিকই বেছে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। শাস্ত্র মতে, আমাদের নাকের একটি সরাসরি যোগ রয়েছে শুক্র গ্রহের সঙ্গে। নাকছাবি পরলে জন্মকুণ্ডলীতে শুক্র গ্রহ শক্তিশালী হয় বলে মনে করা হয়। আর শুক্র শক্তিশালী হওয়া মানেই জীবনে সুখ, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং প্রেমের জোয়ার আসা! শুধু তাই নয়, জ্যোতিষীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, যে নারীরা নাকছাবি পরেন, তাঁদের আবেগের উপর চমৎকার নিয়ন্ত্রণ থাকে। এদের আত্মবিশ্বাস হয় চোখে পড়ার মতো। তাঁরা অনেক বেশি ধীর-স্থির স্বভাবের হন এবং তাঁদের ধৈর্যও হয় অনেক বেশি। প্রাচীন ইতিহাসেও দেখা গিয়েছে, নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে এই গয়নার একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সোনা না রুপো? কোন ধাতু আনবে সৌভাগ্য ধাতুর ক্ষেত্রেও রয়েছে বিশেষ নিয়ম। রুপো বা অন্য কোনও ধাতুর নাকছাবি আজকাল অনেকেই পরেন, কিন্তু সোনার তৈরি নাকছাবিকেই জ্যোতিষীরা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। শাস্ত্রমতে, সোনার তৈরি গয়না পরলে জীবনে সফলতা প্রাপ্তিতে বিশেষ সুবিধা হয় এবং মানুষের সাহসও বৃদ্ধি পায়। আর যদি আপনার পাথর বসানো নাকছাবি পরার শখ থাকে, তবে হিরে, মুক্তো বা সাদা রঙের যে কোনও পাথর বসানো নাকছাবি অনায়াসে বেছে নিতে পারেন। এটি আপনার সৌন্দর্য যেমন বাড়াবে, তেমনই ভাগ্যকেও সুপ্রসন্ন করবে। নজরদোষ থেকে মুক্তি সুন্দর করে সাজার পর অনেকেই ভয় পান, পাছে কারও নজর লেগে যায়! বিশ্বাস করা হয় যে, নাকছাবি নেতিবাচক শক্তি বা নজরদোষ থেকে রক্ষা করতে দারুণ সাহায্য করে। অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে এই ছোট্ট গয়নাটির। তাই, যদি নতুন করে নাক ফোটানোর পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে নির্দ্বিধায় বাঁ দিকটা বেছে নিতে পারেন। সুন্দর সাজের পাশাপাশি যদি সৌভাগ্যও ফিরে আসে, তবে ক্ষতি কী!

কোন চালে কেমন পুষ্টি

ভাত মানেই নাকি কার্বোহাইড্রেট। খেলেই ওজন, রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়বে। এমনটাই মনে করেন বেশিরভাগ মানুষ। আবার কেউ কেউ কম কার্বোহাইড্রেটের খোঁজে সাদা ভাত ছেড়ে ব্রাউন রাইস খায়। কিন্তু ভাতে শুধু কার্বোহাইড্রেট থাকে না। তাতে ফাইবার, ভিটামিন ও মিনারেলও পাওয়া যায়। ভারতে বিভিন্ন ধরনের চাল উৎপাদিত হয়। কোন ভাতে ফাইবার কম, আর কোনটায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি, তা জানা দরকার।

আজকাল বাজারে পলিশ করা চাল বিক্রি হয়। স্বাভাবিক ভাবেই সেগুলোতে পুষ্টিপরিমাণ কম। আসলে চালের পুষ্টিগুণের মূল পার্থক্য তৈরি হয় প্রক্রিয়াজাতের উপর ভিত্তি করে। যখনই চাল পলিশ করা হয়, এর অধিকাংশ পুষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। তাই কোন চালে পুষ্টি কম এবং কোন ভাত বেশি উপকারী, জেনে নিন।

ব্ল্যাক রাইস

এই চালে একেবারে আনপলিশড হয়। পুষ্টির দিক দিয়ে ব্ল্যাক রাইস রয়েছে শীর্ষে। গাঢ় কালো বা বেগুনি রঙের দেখতে চালে 'অ্যান্থোসায়ানিন' রয়েছে। এই এক প্রকার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তা ছাড়া ব্ল্যাক রাইসে ফাইবার, আয়রন এবং ভিটামিন ই-ও পাওয়া যায়। এই চাল পলিশ করা হয় না বলে এর প্রাকৃতিক উপাদানগুলো অক্ষত থাকে। তা ছাড়া এর নিজস্ব সুবাস রয়েছে। ব্ল্যাক রাইসের পাশাপাশি লাল চালের ভাতও খেতে পারেন। এতেও পর্যাপ্ত ফাইবার, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং বি ভিটামিন পাওয়া যায়।

ব্রাউন রাইস

এই ভাতের কদর সবচেয়ে বেশি। এই চালও পলিশ করা হয় না। তাই এতেও ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস পাওয়া যায়। পাশাপাশি ব্রাউন রাইসে হেলদি ফ্যাটও পাওয়া যায়। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ব্রাউন রাইস রাখা যায়। এটি পুষ্টিকর, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং পেট ভরায়।

বাসমতি চাল

সুগন্ধের জন্য বাসমতি চালের খ্যাতি বিশ্বজুড়ে। বিরিয়ানি, পোলাও, ফ্রায়েড রাইসের মতো খাবার তৈরিতে এই চালের কদর সবচেয়ে বেশি। সাধারণ দু'ধরনের বাসমতি চাল পাওয়া যায় একটি বাদামি ও অন্যটা সাদা। বাদামি বাসমতি রাইসেও ফাইবার, ভিটামিন ও খনিজ পাওয়া যায়। কিন্তু সাদা বাসমতি চাল তৈরি হয় ব্রাউন বাসমতি রাইসকে পলিশ করেই। তার মানে এতে পুষ্টি নেই, এমনটা নয়। সাদা বাসমতিতে 'অ্যামাইলোজ'-এর পরিমাণ বেশি থাকে এবং এর গ্লাইসেমিক সূচকও কিছুটা কম হয়।

সাদা চাল

এই চালের পুষ্টিগুণ সবচেয়ে কম। অথচ এই চালের ভাতই সবচেয়ে বেশি খাওয়া হয়। এটি সবচেয়ে বেশি প্রক্রিয়াজাত করা হয়। পলিশ করার সময়ে এর সমস্ত ফাইবার, ভিটামিন ও খনিজ নষ্ট হয়ে যায়। তবে এই চাল দ্রুত সিদ্ধ হয়ে যায় এবং হজমেও কোনও সমস্যা হয় না। আপনি যদি ডাল, শাকসব্জি এবং মাছ-মাংসের সঙ্গে সীমিত পরিমাণে সাদা চালের ভাত খান, তা হলে কোনও ভয় নেই। **১. কোন চাল সবচেয়ে বেশি পুষ্টিকর? উত্তর:** ব্ল্যাক রাইস, কারণ এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইবার, আয়রন ও ভিটামিন ই বেশি থাকে।

২. ব্রাউন রাইস কেন স্বাস্থ্যকর? উত্তর: এতে ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট থাকে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। **৩. বাসমতি চাল কি স্বাস্থ্যকর? উত্তর:** হ্যাঁ, বিশেষ করে ব্রাউন বাসমতি। সাদা বাসমতির গ্লাইসেমিক সূচকও তুলনামূলক কম। **৪. সাদা চালে কি কোনও পুষ্টি থাকে না?** উত্তর: পুষ্টি তুলনামূলক কম থাকে, কারণ পলিশ করার সময় অনেক ফাইবার ও ভিটামিন নষ্ট হয়। **৫. সাদা ভাত খাওয়া কি সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা উচিত? উত্তর:** না। পরিমিত পরিমাণে ডাল, শাকসবজি ও প্রোটিনের সঙ্গে খেলে সাদা ভাতও সুষম খাদ্যের অংশ হতে পারে।

এক নজরে ভাতে শুধু কার্বোহাইড্রেট নয়, ফাইবার, ভিটামিন ও মিনারেলও থাকে। আনপলিশড চালে পুষ্টিগুণ বেশি, পলিশড চালে কম। ব্ল্যাক রাইসে সবচেয়ে বেশি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইবার পাওয়া যায়। ব্রাউন রাইস ওজন নিয়ন্ত্রণে ও দীর্ঘক্ষণ পেট ভরাতে সাহায্য করে। সাদা ভাত পরিমিত পরিমাণে সুষম খাবারের সঙ্গে খেলে খাওয়া যায়।

কলের জেদি দাগ কিভাবে উঠাবেন

বাথরুমের বেসিন বা কলের গায়ে সাদা খসখসে দাগ জমলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, তাই তো? সাবান কিংবা লিকুইড দিয়ে যতই ঘষাঘষি করুন, সেই জেদি ছোপ যেন উঠতেই চায় না। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার পরিষ্কার করায় ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু আসল সত্যিটা একেবারেই তা নয়। আসলে এই সাদা বা ছাইরঙা ছোপ মোটেই সাধারণ ময়লা নয়। একে বলা হয় 'লাইমস্কেল' বা খনিজ আস্তরণ। জলের মধ্যে ক্যালসিয়াম আর ম্যাগনেসিয়াম দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। জল শুকিয়ে গেলেই এই খনিজগুলো কলের গায়ে শক্ত হয়ে বসে যায়। আর আমরা যে সাবান বা লিকুইড ব্যবহার করি, তা তৈরি হয় তেল-চিটচিটে ময়লা কাটার জন্য। জলের এই খনিজ পদার্থ গলানোর ক্ষমতা সাবানের নেই। উল্টে সাবানের ফেনা এই ক্ষারের সঙ্গে মিশে আস্তরণ আরও বসিয়ে দেয়। তাহলে উপায়? এই শক্ত দাগ দূর করতে প্রয়োজন অ্যাসিড। আর তার জন্য বাজার থেকে দামি কেমিক্যাল কেনার কোনও দরকার নেই। রান্নাঘরের সহজ কিছু জিনিসেই কেল্লাফতে!

১. সাদা ভিনিগার: ভিনেগারে থাকা অ্যাসিড খুব সহজেই এই শক্ত দাগ গলিয়ে জলে দ্রবণীয় করে দেয়। একটা সুতির কাপড় বা টিস্যু পেপার ভিনিগারে ভালো করে ভিজিয়ে নিন। এরপর সেটি দাগ ধরা কলের গায়ে ভালো করে মুড়ে জড়িয়ে রাখুন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট এভাবেই ছেড়ে দিন। জেদি দাগ হলে ঘণ্টা খানেক রাখতে পারেন। সময় হলে কাগজ বা কাপড়টি তুলে হালকা হাতে মুছে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কল দেখে মনে হবে যেন নতুন কিনে আনা হয়েছে! ২. লেবুর রস: ভিনিগারের গন্ধ যাঁদের পছন্দ নয়, তাঁরা লেবু ব্যবহার করতে পারেন। লেবুর অ্যাসিডও একই ভাবে দারুণ কাজ করে। একটা লেবু মাঝখান থেকে কেটে সোজা দাগের ওপর ভালো করে ঘষে দিন। মিনিট দশেক রেখে জল দিয়ে ধুয়ে শুকনো কাপড়ে মুছে নিন। বাথরুম চকচকেও হবে, আবার চমৎকার সুবাসেও ভরে উঠবে। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, এগুলোকে কাজ করার জন্য একটু সময় দিতে হবে। ভিজিয়েই ঘষাঘষি শুরু করলে কিন্তু কাজ হবে না। আর আপনার কল যদি দামি কোটিং বা বিশেষ পাথরের হয়, তবে অ্যাসিড ব্যবহারের আগে ম্যানুফ্যাকচারারের নিয়মগুলো দেখে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রতিদিন ব্যবহারের পর একটা শুকনো কাপড় দিয়ে কল মুছে রাখলে এই দাগ আর কখনও জমতেই পারবে না।

চাকরিজীবীদের মানসিক ক্লান্তি দূর হবে কিভাবে

চাকরি করেন? অর্থাৎ ছুটি সীমিত। চাইলেই ঘুরতে যেতে পারবেন না। এ দিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সহকর্মীর ভিয়েতনাম ঘুরে আসার ছবি দেখে মনটা কেমন যেন ছটফট করছে। খালি চোখে দেখলে হয়তো একে অনেকেই ঈর্ষা ভেবে বসবেন। তবে মনোবিদরা বলছেন, এই 'ফোমো' কিন্তু কেবলই ঈর্ষা নয়, এটি আসলে আপনার ক্লান্ত শরীরের দেওয়া সতর্কবার্তা! মনোবিদরা বলছেন, টানা অনেকগুলো দিন একটানা কাজ করে যাওয়া মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ। এই অভ্যাস চাকরিজীবীদের ক্রনিক স্ট্রেস বা মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। অবসর যাপনের প্রভাব খুব বেশি হলে মনকে ৪৩ দিন পর্যন্ত চাঙ্গা রাখতে পারে। এর পর থেকেই কাজে একঘেয়েমি আসতে শুরু করে। মনোযোগের অভাবও দেখা যায়। তাই বার্নআউট এড়াতে এবং মানসিক ভাবে চাঙ্গা থাকতে প্রতি ৬ সপ্তাহ অন্তর কয়েক দিনের জন্য কাজ থেকে ছুটি নেওয়া বা '৪৩ দিনের নিয়ম' মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।

ব্রিটেনের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বড় কোনও ছুটি কাটানোর পর তার ইতিবাচক প্রভাব বা সতেজতা আমাদের শরীরে গড়ে ৪৩ দিন (প্রায় ৬ সপ্তাহ) স্থায়ী হয়। তাই প্রতি ৬ সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহান্তের বাইরে ২-৩ দিনের জন্য কাজ থেকে সচেতন ভাবে বিরতি নেওয়ার নিয়মকেই ৪৩ দিনের নিয়ম বলা হয়।

বন্ধুদের ঘোরার ছবি দেখে মনে "আমিও যেতে চাই" এই অনুভূতি জাগা শুধু ঈর্ষার লক্ষণ নয়। বরং আপনার মন ও শরীর জানান দিচ্ছে যে সে কাজের চাপে চরম ক্লান্ত এবং এখনই একটা লম্বা বিরতি প্রয়োজন। প্রতি ৪৩ দিন বা ৬ সপ্তাহ পর পর কাজ থেকে কেন বিরতি নেওয়া উচিত। একবারে সমস্ত ছুটি বছর শেষে জমানোর চেয়ে সারাবছর ধরে ছুটি নেওয়া মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। নিয়মিত ছোট ছোট বিরতি মানুষের মানসিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। বড় ছুটি না পেলেও "মাইক্রো-অ্যাডভেঞ্চার" বা ২৪ ঘণ্টার ডিজিটাল ডিটক্স মেজাজ চাঙ্গা করতে পারে।

কী ধরনের বিরতি আপনি ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ করেন? শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুযায়ী, কত দিন পর পর বিশ্রামের প্রয়োজন? আপনার জন্য কোনটা বেশি ভালো "উইকেন্ড ট্রিপ" নাকি বছরশেষে দীর্ঘ ছুটি? সম্পূর্ণ অলস হয়ে বসে থাকা নাকি কোনও অ্যাক্টিভিটি (যেমন ট্রেকিং বা ঘুরে বেড়ানো) কোনটা আপনাকে চাঙ্গা করে? আগামী বছরের ছুটির পরিকল্পনাগুলো চলতি সপ্তাহের মধ্যে ছকে ফেলতে হলে কী কী করণীয়?

মৌ-স্বাক্ষর

● প্রথম পাতার পর

নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ গ্রহণ করতে ত্রিপুরা কতটা প্রস্তুত।

ডাঃ সাহা বলেন, আজকের অর্থনীতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে আমরা ছয় বছরের মধ্যে রাজ্যের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট দ্বিগুণ করেছি। ত্রিপুরার মাথাপিছু আয় এখন জাতীয় গড়ের সমকক্ষে রয়েছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করতে রাজ্য সরকার উদ্যোক্তা তৈরি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন, বিনিয়োগ প্রচার, বৃহত্তর আর্থিক অংশগ্রহণ এবং ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য একটি গতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি আধিকারিক, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, এমএসএমই এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক বাজার এবং বিনিয়োগের সুযোগ সম্পর্কে আরও গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার আর্থিক সাক্ষরতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন, যার সূচনা হয়েছিল ''প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা'' এবং ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে। এখন যুবসমাজের আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করার মঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ১৩ কোটিরও বেশি বিনিয়োগকারী ভিত্তি রয়েছে, যা গত পাঁচ বছর ধরে বার্ষিক ২৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের প্রচেষ্টাতেই ভারতের ক্যাপিটাল মার্কেট এখন আর কেবল মহানগরগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। তিনি বলেন, ব্যাঙ্কিং, আর্থিক পরিষেবা এবং বিমাযা দেশের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল কর্মসংস্থান ক্ষেত্রতা এখন ত্রিপুরার যুবদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এক নতুন দিগন্ত। ভারতের অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে তরুণ প্রজন্মের মাধ্যমে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ৪.০তে আর্থিক পরিষেবা সহ ভবিষ্যতের দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাই ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর যৌথভাবে ক্যাপিটাল মার্কেট, মিউচুয়াল ফান্ড, বিমা এবং ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজরি কভার করে একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এনএসই এই প্রোগ্রামের খরচ বহন করবে এবং রাজ্য সরকার কেবল দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য স্থান বা ভেন্যু প্রদান করবে। এটি ক্যাপিটাল মার্কেট, মিউচুয়াল ফান্ড এবং বিস্তৃত আর্থিক পরিষেবা খাতে ছাত্র ও যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। কর্মসংস্থান আয় তৈরি করে এবং আর্থিক দক্ষতা সেই আয়কে সম্পদে রূপান্তরিত করে। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় একটি বিদেশি ভাষা শেখার স্কুল খোলার সিদ্ধান্তও নিয়েছি, যাতে আমাদের যুবসমাজ প্রয়োজনে বিদেশের ক্যাপিটাল মার্কেটেও কাজ করার সুযোগ পায়।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, এনএসই এবং সিপার্ড-এর সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে বিনিয়োগকারী শিক্ষা প্রসারের জন্য স্বীকৃত মাস্টার ট্রেইনারদের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এবং এনএসই-র মধ্যেকার এই অংশীদারিত্ব স্থানীয় এমএসএমই, স্টার্টআপ এবং উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও ক্যাপিটাল মার্কেটের সুযোগগুলো ব্যবহারের সক্ষমতা দেবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও কৌশলগত আঞ্চলিক উদ্যোগগুলোর সঙ্গে আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার কারণে ত্রিপুরা এখন এক পরিকাঠামোগত এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত পুনর্জাগরণের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্যবসা সংক্রান্ত সংস্কারের পাশাপাশি বিধিনিষেধ শিথিলকরণ এবং জটিলতা কমানোর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করেছে। এমএসএমই হলো ত্রিপুরার স্থানীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি, বিশেষ করে কৃষি-প্রক্রিয়া, তাঁত, বাঁশশিল্প, ফসল এবং রাবার উৎপাদনেযদিও মূলধন বা ঋণ পাওয়া এখনও একটি বড় বাঁধা। শহর থেকে নগরে এবং নগর থেকে গ্রামে ক্যাপিটাল বা মূলধনের প্রবাহ পৌঁছানোর সময় এসে গেছে। ত্রিপুরার জন্য এখন সময় এসেছে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির যাত্রায় এক সক্রিয় অংশীদার হওয়ার। সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্যোক্তাদের শিক্ষিত করা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্যাপিটাল মার্কেটের সুবিধা গ্রহণে উৎসাহিত করার মাধ্যমে আমরা একটি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে পারি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা, সচিব কিরণ গিত্যে ও অপূর্ব রায়, সিপার্ড-এর অধিকর্তা অঙ্কিত শর্মা, এনএসই-র চিফ রেগুলেটরি অফিসার কিষাণ আইয়ার, এনএসই-র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (বিজনেস ডেভেলপমেন্ট) এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ।

চালক গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় অটোচালকদের একটি সিন্ডিকেট বাধা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত ভাড়া কার্যকর করা, চালকদের জন্য বাধ্যতামূলক ইউনিফর্ম ও পরিচয়পত্র এবং অ্যাপভিত্তিক পরিবহণ পরিষেবার নির্বিঘ্ন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার দাবি জোরালো হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বাকি অভিযুক্তদের শনাক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নিতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা ও বিমানবন্দর পরিবহণ ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

পরিবার

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে, তাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ফটিকরায় থানা এলাকার এক সন্দেহভাজন নাবালককে আটক করে পরে জুভেনাইল হোমে পাঠায়। তবে এই গ্রেফতার এবং তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা।জুবাইদার বাড়িতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশিষ্ট সমাজসেবী আহমদ আলী, সুশান্ত দেবনাথ, সুমল বাওরীসহ এলাকার অন্যান্য বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন। তারা দাবি করেন, এই ঘটনায় ধৃত নাবালক ছাড়াও আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে। তাই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান তারা।স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ঘটনার পর এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ছাত্রী ও তাদের অভিভাবক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। এদিকে, ঘটনার তদন্ত ও ময়নাতদন্তের রিপোর্টে অসন্তোষ প্রকাশ করে পরিবার জানিয়েছে, তারা সুবিচারের আশায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবে। এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী আহমদ আলী এবং মৃত ছাত্রীর মা।

সুনামির সতর্কতা

● প্রথম পাতার পর

অরক্ষিত আসবাবপত্র উল্টে যেতে পারে এবং জানালার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।কিয়োডো নিউজ জানায়, ইয়ামানাশিতে সর্বশেষ ১৯২৪ সালে এত তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছিল। ফলে মাউন্ট ফুজিতে সম্ভাব্য আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হলেও, জাপান আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে যে, ভূমিকম্পের পর আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপে কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়নি।ওই ভূমিকম্পের কম্পন কানাগাওয়া, শিজুওকা এবং রাজধানী টোকিওতেও স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছিল। তবে সে সময় কোনো সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি।এরও একদিন আগে, ২৫ জুন জাপানের ইওয়াতে প্রিফেকচারে প্রাথমিকভাবে ৬.৯ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। জাপান আবহাওয়া সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল ইওয়াতের পূর্ব উপকূলের প্রায় ৫০ কিলোমিটার গভীরে। আওমোরি প্রিফেকচারের হাশিকামি শহরে কম্পনের তীব্রতা জাপানের ৭-স্তরের স্কেলে 'আপার ৬' হিসেবে রেকর্ড করা হয়। টোকিওতেও কম্পন স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটির উপকেন্দ্র ছিল উত্তর অক্ষাংশ ৪০.২ ডিগ্রি এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ১৪২.৩ ডিগ্রিতে।

নাগরিক আটক

● প্রথম পাতার পর

হওয়া তিনজনের মধ্যে দু''জন মহিলা এবং একজন পুরুষ রয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁদের ভারতে আসার উদ্দেশ্য এবং পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।তদন্তকারী কর্মকর্তারা খতিয়ে দেখছেন, কী কারণে তাঁরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছেন এবং আগরতলা বিমানবন্দর থেকে তাঁদের কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনও ব্যক্তি বা চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক আইনি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ ভোটের আগে সংখ্যালঘু ভোটকে কেন্দ্র করে বিরোধী শিবিরে জোটের অঙ্ক, রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (আইএএনএস): আগামী বছর উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে সংখ্যালঘু ভোট। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভোটের অঙ্ক কষতে গিয়ে মতাদর্শগতভাবে ভিন্ন বিরোধী দলগুলিও কৌশলগতভাবে একজোট হওয়ার চেষ্টা করছে, যাতে সংখ্যালঘু ভোটে বিভাজন না ঘটে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি (এসপি) ও কংগ্রেসের জোটের সাফল্যের পর ফের এসপি প্রধান অখিলেশ যাদব এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা বাড়তে দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রতিবেদনে ইঙ্গিত মিলেছে যে, অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম)-এর প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসিও ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে সমঝোতার আগ্রহ দেখিয়েছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, বিরোধী শিবিরের প্রধান লক্ষ্য হল সংখ্যালঘু ভোট যাতে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে না যায়। অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে, ত্রিমুখী বা বহুমুখী লড়াইয়ে বিরোধী ভোট বিভক্ত হওয়ায় বিজেপি রাজনৈতিক সুবিধা পেয়েছে।

অতীতে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির একাংশ ওয়েইসিকে 'ভোটকাটা' বা বিজেপির পরোক্ষ সুবিধাভোগী বলে সমালোচনা করলেও, তিনি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে বিরোধী জোটে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে সেই সময় বিরোধী দলগুলি তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটারদের একটি বড় অংশ বিজেপিকে হারাতে সক্ষম বলে মনে করা শক্তিশালী বিরোধী প্রার্থীর পক্ষেই ভোট দিতে আগ্রহী হয়েছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত। অন্যদিকে, এআইএমআইএম নিজেদের নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ২০ শতাংশ। ৪০৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে প্রায় ১১০টিতে সংখ্যালঘু ভোটারের হার ৩০ থেকে ৩৯ শতাংশ। আরও ৪৪টি আসনে এই হার ৪০ থেকে ৪৯ শতাংশ এবং প্রায় এক ডজন আসনে সংখ্যালঘুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে প্রায় ১৬৫টি আসনে সংখ্যালঘু ভোটের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

তবে এই ধরনের জোট সবসময় সফল হয়নি। ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অখিলেশ যাদব ও রাহুল গান্ধীর জোটকে 'ইউপি কে লড়কে' হিসেবে প্রচার করা হলেও, সেই জোট ভরাডুবি করে এবং বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পরে সমাজবাদী পার্টি বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) সঙ্গে জোট করলেও তাতেও বিজেপির আধিপত্য ভাঙা যায়নি।

অন্যদিকে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এসপি-কংগ্রেস জোট উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়। সমন্বিত প্রচার, আসন সমঝোতা এবং সংখ্যালঘু ভোটের পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর সমর্থন পাওয়ায় এসপি ৩৭টি আসন জিতে লোকসভায় তৃতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয় এবং কংগ্রেসও ঘুরে দাঁড়ায়।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের সমীকরণ এক নয়। তবুও বিরোধী শিবিরের ধারণা, সংখ্যালঘু ভোটে ঐক্য বজায় রাখতে পারলে তাদের বৃহত্তর সামাজিক সমীকরণ কার্যকর হতে পারে।

আগামী বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে তাই উত্তরপ্রদেশে পরিচয়ভিত্তিক ভোটের সমীকরণ এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্য'-র রাজনীতি আরও জোরালো হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে সংখ্যালঘুদের উপর ২৫৭টি হামলার অভিযোগ, কঠোর আইনি সুরক্ষার দাবি মানবাধিকার সংগঠনের

ঢাকা, ২৮ জুলাই (আইএএনএস): বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা অব্যাহত রয়েছে বলে দাবি করেছে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। সংগঠনের প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে দেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অন্তত ২৫৭টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যাতে ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মণীন্দ্র কুমার নাথ এই তথ্য তুলে ধরেন। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, নথিভুক্ত ঘটনাগুলির মধ্যে ৪০টি হত্যাকাণ্ডে ৪৪ জনের মৃত্যু, নারীদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও গণধর্ষণ-সহ ৫টি সহিংসতার ঘটনা এবং অপহরণ, চাঁদাবাজি ও নির্যাতনের ১০টি ঘটনা রয়েছে।

এছাড়া সংখ্যালঘুদের উপর হামলা, প্রাণনাশের হুমকি ও শারীরিক নির্যাতনের ৪২টি ঘটনা, উপাসনালয়ে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ৬২টি ঘটনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমি দখল বা দখলের চেষ্টার ১৫টি ঘটনা এবং বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ৪৭টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ৯টি গ্রেফতার ও হয়রানির ঘটনা, বাড়ি, জমি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জোরপূর্বক দখলের ২১টি ঘটনা এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ৬টি ঘটনাও ঘটেছে।

সংগঠনের দাবি, ২০২৫ সালের তুলনায় ২০২৬ সালে হত্যা, উপাসনালয়ে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হুমকি, শারীরিক নির্যাতন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমি দখলের চেষ্টার ঘটনা বেড়েছে।

ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ২,০৫৫টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে বহু পরিবার জীবিকা হারিয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সংকটে পড়েছে এবং অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস ও বিচারব্যবস্থার উপর আস্থাহীনতা বেড়েছে বলে সংগঠনটির দাবি।

সংগঠনটি গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ ও কালী মন্দির প্রাঙ্গণে ৮১ ফুট উচ্চতার ভগবান রামের মূর্তি নির্মাণের প্রস্তাবদাতা হরিদাস চন্দ্র তরণী দাসের গ্রেফতারের সমালোচনা করে একে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে কারাবন্দি বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিও পুনর্ব্যক্ত করেছে।

ঐক্য পরিষদের অভিযোগ, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত বহু সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষকরা, নির্বিচারে চাকরি হারিয়েছেন। বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকারের আমলেও এ বিষয়ে কার্যকর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে সংগঠনটির দাবি।সংগঠনটি বাংলাদেশ সরকারের কাছে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্রহণ এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও শক্তিশালী আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। এ লক্ষ্যে তারা সরকারের কাছে আট দফা দাবি পেশ করেছে।

ভারত-কানাডার প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও জোরদারের উদ্যোগ, সামুদ্রিক সহযোগিতায় জোর

অটোয়া, ২৮ জুলাই (আইএএনএস): ভারত ও কানাডা প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করতে সম্মত হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সামুদ্রিক সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সম্পর্ক সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মঙ্গলবার কানাডায় ভারতীয় হাইকমিশন জানিয়েছে।

ভারতের হাইকমিশনার দিনেশ কে. পট্টনায়ক এবং কানাডার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডেভিড ম্যাকগিন্টির বৈঠকে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উভয় পক্ষই শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এই বৈঠকটি গত সপ্তাহে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং কানাডার বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দের বৈঠকের পর অনুষ্ঠিত হল।

সেই বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ জয়শঙ্কর লিখেছিলেন, ''কানাডার বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। ভারত-কানাডা সহযোগিতা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, তা বাস্তবায়ন নিয়েই আমাদের আলোচনা হয়েছে।''

গত মাসে ফ্রান্সের এভিয়ানে অনুষ্ঠিত জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকে দুই দেশের সামগ্রিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হয়।

বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, ''এভিয়ান জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে আনন্দিত। এক বছরেরও কম সময়ে এটি আমাদের চতুর্থ বৈঠক, যা ভারত-কানাডা সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার আমাদের অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।''

তিনি আরও বলেন, বাণিজ্য ও অর্থনীতি, জ্বালানি, প্রযুক্তি এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

ভারত ও কানাডার সম্পর্ক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকার এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত সংলাপ, বাণিজ্য ও জ্বালানি সংলাপ, বিদেশ দফতরের পরামর্শ বৈঠক, পরিবেশ বিষয়ক যৌথ কমিটি এবং বিভিন্ন খাতে যৌথ কর্মসমিতির মতো একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক সংলাপ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে বিল নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 'কঠোর আইনই যথেষ্ট নয়'

কলকাতা, ২৮ জুলাই (আইএএনএস): প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে আনা সংশোধনী বিলে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন জানালেও, কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন দলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার লোকসভায় পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬-এর ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, শুধু বিলের প্রতি সমর্থন জবাবদিহিতার বিকল্প হতে পারে না।অভিষেক বলেন, দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীর অধিকার রয়েছে একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পরীক্ষার নিশ্চয়তা পাওয়ার। একই সঙ্গে প্রতিটি অভিভাবকেরও বিশ্বাস থাকা উচিত যে কঠোর পরিশ্রম, মেধা ও সততার ভিত্তিতেই সাফল্য নির্ধারিত হবে, অর্থ, প্রভাব বা সংগঠিত চক্রের মাধ্যমে নয়।তিনি বলেন, এই বিলকে আমরা সমর্থন করছি, কিন্তু সমর্থন জবাবদিহিতার বিকল্প হতে পারে না। কঠোর আইন প্রয়োজন, তবে সেটাই যথেষ্ট নয়। যদি পরীক্ষা ব্যবস্থায় ধারাবাহিকভাবে প্রশাসনিক ব্যর্থতা থেকে যায়, তাহলে যতই কঠোর সংশোধনী আনা হোক না কেন, লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর হারিয়ে যাওয়া আস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

কেন্দ্রের এনডিএ ও বিজেপি সরকারকে নিশানা করে তৃণমূল সাংসদ দাবি করেন, এই বিল সমস্যার সমাধান নয়, বরং সরকারের ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি।তার অভিযোগ, সরকার পরীক্ষা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মেধার মর্যাদা বজায় রাখতেও ব্যর্থ হয়েছে। এখন ১২ বছরের ব্যর্থতা ঢাকতে শুধু শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান হবে না।

অভিষেকের কথায়, সুশাসন শিরোনাম দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না, তার মূল্যায়ন হয় ফলাফলের ভিত্তিতে। এই সরকারের একটি অভ্যাস হয়ে গেছেপ্রশাসনিক ব্যর্থতা ঘটলেই আইন পরিবর্তন, শাস্তি বাড়ানো বা নতুন কমিটি গঠন করা। কিন্তু এতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না।

তিনি আরও বলেন, প্রতিবছর সরকার নতুন পরীক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রতিশ্রুতি দিলেও একই ধরনের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা বারবার সামনে আসছে। পরীক্ষার নাম বদলায়, অভিযুক্তের নাম বদলায়, ক্ষতিগ্রস্তদের নাম বদলায়, কিন্তু অপরাধ এবং সরকারের ব্যর্থতা একই থেকে যায়, মন্তব্য করেন তিনি।কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, সরকার দাবি করে তারা উপগ্রহ নজরদারি করতে পারে, ক্ষেপণাস্ত্রের গতিবিধি অনুসরণ করতে পারে, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। অথচ গোপন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কীভাবে ফাঁস হয়ে যায়, তা রোধ করতে পারে না। এটি বর্তমান প্রশাসনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে।

এ সময় তিনি নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় রাজধানী দিল্লিতে হওয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রসঙ্গও তোলেন। তার অভিযোগ, ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনকারী মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে সংলাপের পরিবর্তে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, যে শিক্ষার্থীরা শুধু সঠিক প্রশ্ন তুলেছিল এবং মেধার ভিত্তিতে মূল্যায়নের দাবি করেছিল, তাদের জবাবে সরকার ব্যারিকেড, লাঠিচার্জ, পেলেট ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে। মনে হচ্ছে, সরকার প্রতিটি আন্দোলনকেই ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখে।বক্তব্যের শেষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বর্তমান প্রজন্ম এই সরকারের জন্য যে রিপোর্ট কার্ড তৈরি করছে, সেখানে শীর্ষে একটাই শব্দ থাকবে'ব্যর্থ'। পরীক্ষা রক্ষা করতে ব্যর্থ, মেধা রক্ষা করতে ব্যর্থ, মানুষের আস্থা রক্ষা করতে ব্যর্থ এবং শিক্ষার্থীদের সম্মান রক্ষা করতেও ব্যর্থ।

অসন্তুষ্ট সুধাংশু

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী সুধাংশু দাস।তাঁর সঙ্গে ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন, ভারপ্রাপ্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অয়ন রায় এবং জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. রোহন পাল। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখে চিকিৎসা পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং রোগীদের প্রাপ্ত সুবিধা খতিয়ে দেখেন তাঁরা।পরিদর্শনকালে মন্ত্রী হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। সরকারি চিকিৎসা, ওষুধ সরবরাহ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সরাসরি তাঁদের মতামত নেন। পাশাপাশি ওপিডি ও আইপিডির চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গেও দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। প্যাথলজি, ব্লাড ব্যাংক, সিটি স্ক্যান, ডায়ালাইসিস, এক্স-রে এবং সোনোগ্রাফি-সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও বিস্তারিত খোঁজ নেন।উল্লেখ্য, সম্প্রতি এক দুর্ঘটনাগ্রস্ত আইনজীবীকে সময়মতো চিকিৎসা না দেওয়ার অভিযোগে তাঁর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইনজীবী মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে প্রশাসনকে ৪৫ দিনের সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেই আবহেই মন্ত্রীর এই আকস্মিক পরিদর্শনকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশ সন্তোষজনক হলেও কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি ও ত্রুটি রয়েছে, যা দ্রুত দূর করা প্রয়োজন।তিনি বলেন,'ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল হাসপাতালের প্রকৃত পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা। আমরা হাসপাতালের কর্মকর্তা, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ভর্তি রোগীদের সঙ্গে কথা বলেছি। সামগ্রিক পরিস্থিতি ভালো হলেও কিছু সমস্যা রয়েছে। মেডিক্যাল সুপারকে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এবং সচিবের নজরে আনা হবে। খুব শীঘ্রই সমস্যাগুলির সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' জেলাশাসক মেঘা জৈনও পুরো পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।রাজ্য সরকারের দাবি, সাধারণ মানুষের কাছে আরও উন্নত, নির্ভরযোগ্য এবং ত্রুটিমুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পরিদর্শন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে সরকারি আইনজীবীদের অভিযোগের পর এবার খোদ একজন মন্ত্রীর মুখে জেলা হাসপাতালের পরিষেবায় ঘাটতির স্বীকারোক্তি সামনে আসায় বিষয়টি নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

১০ বছরের কারাদণ্ড

● প্রথম পাতার পর

বরাইটা এলাকার বাসিন্দা।মামলার নথি ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ জানুয়ারি, ২০২৫ রাত আনুমানিক ৮:০৫ মিনিটে গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালায় সরকারি রেল পুলিশ এবং আরপিএফ-এর যৌথ টিম। স্টেশন চত্বরে ঘোরাঘুরি করা মন্টু যাদব নামে এক ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়। পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে থাকা জিনিসপত্র তল্লাশি করে ২২.৬২৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাঁকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করা হয়।ঘটনার পর আগরতলা জিআরপিএস -এর সাব-ইনস্পেক্টর পঙ্কজ কুমার দাস মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শেষ করে ২০২৫ সালের ৩০ জুন আদালতে চার্জশিট পেশ করেন।মামলার যাবতীয় সাক্ষ্য ও তথ্যপ্রমাণ পর্যালোচনার পর আদালত অভিযুক্তকে এনডিপিএস আইনের ২০(বি)(ii)(সি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে। বিচারক তাঁকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। জরিমানা অনাদায়ে আসামিকে অতিরিক্ত ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। পুলিশ প্রশাসনের আশা, আদালতের এই কঠোর রায়ের ফলে আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারকারীদের চক্র ভাঙতে বড় বার্তা যাবে।

আইনজীবী ইউনিয়ন

● প্রথম পাতার পর

মেঝেতে শোয়ানো অবস্থায় দেখতে পান। এই বিষয়টিই মানুষের মনে আরও প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে বলে তিনি জানান।তিনি আরও বলেন, বর্তমানে পুলিশ সুপার পর্যায়ের তদন্তে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। কারণ তদন্তকারী আধিকারিকের ঊর্ধতন স্তরে আরও অনেক পুলিশ আধিকারিক রয়েছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্তের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।অল ইন্ডিয়া লয়ার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, একজন হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করা হোক, যাতে ঘটনার প্রকৃত সত্য সাধারণ মানুষের সামনে আসে।আইনজীবী হরিবল দেবনাথ জানান, রাজ্যপাল প্রতিনিধি দলকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে প্রতিদিন অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনা বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি এবং পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে নজর রয়েছে বিভিন্ন মহলের।

জিএমপি

● প্রথম পাতার পর

পেনশনভোগীর বকেয়া অর্থ দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানান তিনি। তাঁর অভিযোগ, চলতি আর্থিক বছরের প্রায় চার মাস অতিক্রান্ত হলেও উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কাজ এখনও শুরু হয়নি।এডিসির আইন উপদেষ্টাদের জন্য ব্যয় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন জিএমপি নেতা। তাঁর অভিযোগ, প্রাক্তন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি গৌরব কেজরিওয়ালকে প্রতি মাসে ১.২৭ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে এবং প্রাক্তন হায়দরাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি বি.পি. ব্যাসকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার চুক্তিতে নিযুক্ত করা হয়েছে।

পাশাপাশি তাঁদের যাতায়াত ও থাকার খরচও এডিসির উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।রাধাচরণ দেববর্মা আরও অভিযোগ করেন, প্রায় ২৭ কোটি টাকার কাজ টেন্ডার ছাড়াই সম্পন্ন করা হয়েছে। এডিসির সমস্ত কাজকর্মে পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি। আগামী ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি জানান, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য জিএমপি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সাম্প্রতিক কিছু নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ থাকলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের আস্থা রয়েছে এবং দল নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে।জিএমপি সাধারণ সম্পাদক সাধারণ মানুষকে এডিসির প্রশাসনিক কার্যকলাপে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দাবিতে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

যুবনেতার বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

কাজ করছেন। তাঁর দাবি, বিজেপির যুবনেতা তনুজ দাশগুপ্ত দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কাছ থেকে জোর করে টাকা দাবি করে আসছিলেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্ত তনুজ দাশগুপ্ত স্ট্যান্ডে এসে আবারও টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার এবং গুলি করে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন বিট্টু কর্মকার।

ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে বিট্টু কর্মকার পশ্চিম আগরতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর সঙ্গে মারুতি স্ট্যান্ডের অন্যান্য গাড়িচালক ও প্রতিনিধিরাও থানায় উপস্থিত ছিলেন এবং ঘটনার তদন্তের দাবি জানান। পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। তবে এই ঘটনার বিষয়ে অভিযুক্ত বিজেপি যুবনেতা তনুজ দাশগুপ্তের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অভিযোগের সত্যতা তদন্তের মাধ্যমে যাচাই করে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনাকে ঘিরে তুলসীবতী মারুতি স্ট্যান্ড এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশালগড়-গোলাঘাটি সড়কে বালিবোঝাই ট্রিপার দুর্ঘটনার কবলে, নিয়ন্ত্রণহীন গতিতে ক্ষোভ এলাকাবাসীর

আগরতলা, ২৮ জুলাই: বিশালগড়-গোলাঘাটি সড়কের তালতলা এলাকায় মঙ্গলবার একটি বালিবোঝাই ট্রিপার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয়দের দাবি, অতিরিক্ত গতি ও নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, প্রতিদিন ভোর ৩টা থেকে ৪টা থেকেই গোলাঘাটি- বিশালগড় সড়কে একের পর এক বালিবোঝাই ট্রিপারের যাতায়াত শুরু হয়। অধিকাংশ গাড়িই অতিরিক্ত গতিতে চলাচল করায় সাধারণ পথচারী ও অন্যান্য যানবাহনের চালকদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, গোলাঘাটি ও সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে নদীর পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে আশপাশের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে বন্যার ঝুঁকিও বাড়তে পারে বলে তাঁদের দাবি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বালিবোঝাই ট্রাক ও ট্রিপারের দ্রুতগতিতে চলাচল যে কোনও সময় বড় ধরনের সড়ক দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। তাঁদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবেই এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে।

এলাকাবাসী অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধের পাশাপাশি বালিবোঝাই যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত নজরদারির দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

গোমতী জেলায় মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য, ব্রাউন সুগারসহ গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ জুলাই: মাদকবিরোধী অভিযানে ফের উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল গোমতী জেলা পুলিশ। সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে ব্রাউন সুগারসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে, যা ৭০টি পৃথক কৌটায় সংরক্ষিত ছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়ের তত্ত্বাবধানে এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়। গোয়েন্দা সূত্রে খবর ছিল, সিপাহীজলা জেলার মেলাঘর থেকে টিআর-০৩ সি- ৩০১৮ নম্বরের একটি অটোরিকশায় মাদক নিয়ে উদয়পুরের দিকে আসা হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে নজরদারি চালিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উদয়পুরের বিবেক সংঘ সংলগ্ন এলাকায় অটোটিকে আটক করে পুলিশ।

অটোটি তল্লাশি চালিয়ে চালক-সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হলেনবিশাল দাস (ছনবন এলাকা), রবি চৌধুরী (সোনামুড়া চৌমুহনী) এবং অর্ঘ্য দাস (এগ্রিকালচার চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা)।

তল্লাশির সময় বিশাল দাসের কাছ থেকে ৭০টি পৃথক কৌটায় রাখা সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। পরে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যের ওজন ও প্রাথমিক পরীক্ষা শেষে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরপর ধৃত তিনজনকে অটোসহ রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবকারী পদার্থ নিয়ন্ত্রণ আইন (এনডিপিএস)-এর প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, ধৃত বিশাল দাসের বিরুদ্ধে পূর্বেও এনডিপিএস আইনে একটি মামলা রয়েছে। গোটা মাদকচক্রের উৎস ও এর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উত্তর জেলায় বিভিন্ন দপ্তরের কাজ কর্ম পর্যালোচনা করলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডঃ) মানিক সাহা আগামী আগস্ট মাসে উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফর করবেন। মুখ্যমন্ত্রী উত্তর ত্রিপুরা জেলার সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন। এই উপলক্ষ্যে আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে এক প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা চাঁদনী চন্দ্রন। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প রূপায়ণের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখেন। তিনি বলেন, জেলার বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যেই যেসব পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজের নির্মাণ শেষ হয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করতে হবে। এসব সমাপ্ত প্রকল্পগুলি যাতে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে নির্দেশ দেন জেলাশাসক। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল ডারলং, জেলা বন আধিকারিক সুমন মল্ল, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. দীপক চন্দ্র হালদার, ধর্মনগরের মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী, পানিসাগরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক মানস ভট্টাচার্য এবং জেলার বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক বৃন্দ। এছাড়াও, ভার্চুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে এই সভায় যুক্ত ছিলেন কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সহ জেলার আটটি ব্লকের বিডিও গণ।

তৃষ্ণা রাঙ্গামুড়া বন্যপ্রাণী রেঞ্জে ‘থ্রাস ডে অপারেশন’, দখলমুক্ত বনভূমিতে রোপণ করা হল ১ হাজার বনজ চারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ জুলাই: বনভূমি দখলমুক্ত করা এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিশেষ অভিযান চালাল তৃষ্ণা রাঙ্গামুড়া বন্যপ্রাণী রেঞ্জ। মঙ্গলবার রাঙ্গামুড়া ওয়াইল্ডলাইফ বিট এলাকায় বন দপ্তরের উদ্যোগে ‘থ্রাস ডে অপারেশন’ নামে এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানের অংশ হিসেবে দখলমুক্ত করা প্রায় ২.৫ হেক্টর বনভূমিতে ১ হাজারটি বনজ চারা রোপণ করা হয়। এর মধ্যে ১.৫ হেক্টর এবং ১ হেক্টর আয়তনের দুটি পৃথক প্লটে চারা রোপণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রেঞ্জের আধিকারিক ও কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। দখল হয়ে যাওয়া বনভূমি পুনরুদ্ধার এবং এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল রক্ষার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছে বন দপ্তর।

এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা বন দপ্তরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে বন সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষার মতো কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন। এদিনের অভিযানে নেতৃত্ব দেন তৃষ্ণা ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন বিমল দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন সুকান্ত সরকার এবং রাঙ্গামুড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন দুলাল দাস। আধিকারিকরাও কর্মীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বনভূমি দখলমুক্ত করার পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন।

বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, বনভূমি রক্ষা, অবৈধ দখলমুক্তকরণ এবং সবুজায়নের লক্ষ্যে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানে তুইচিন্দ্রাইয়ে বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিবির, চিকিৎসাসেবা পেলেন ১৩৩ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুলাই: রাজ্য সরকারের জনমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্প ‘মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান’-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের উদ্যোগে মঙ্গলবার তুইচিন্দ্রাই দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে একটি বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই ব্লকভিত্তিক স্বাস্থ্য শিবিরে বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগ নির্ণয়, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। শিবিরে এমবিবিএস ও এমডি চিকিৎসকদের পাশাপাশি স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞও উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ৩০ বছর ও তদূর্ধ বয়সী মানুষের মধ্যে অসংক্রামক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা।

শিবিরে আগত রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান, স্বাস্থ্য পরামর্শ এবং গুরুতর রোগীদের উচ্চতর চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার করার ব্যবস্থাও করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া উপস্থিতদের জন্য আয়ুষ্মান ভারত কার্ড এবং আভা কার্ড তৈরির ব্যবস্থাও রাখা হয়।

এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ১৩৩ জন চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগে ২৯ জন, দন্ত বিভাগে ১৫ জন, হোমিওপ্যাথি বিভাগে ২১ জন, এনসিডি বিভাগে ৮৬ জন এবং মেডিসিন বিভাগে ৭২ জন চিকিৎসাসেবা নেন। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করা হয় এবং যক্ষ্মা শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে বুকের এক্স-রের ব্যবস্থাও করা হয়। স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনায় কমিউনিটি হেলথ অফিসার, মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার, ফার্মাসিস্ট, ল্যাব টেকনিশিয়ান-সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ২৭ জুলাই তেলিয়ামুড়ার লক্ষ্মীপুর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের উদ্যোগে মহারানীপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়েও একটি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই শিবিরে ১৭৬ জন স্থানীয় বাসিন্দা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের দোরগোড়ায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি অসংক্রামক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই কর্মসূচি।

নিপুন ত্রিপুরা মিশন উপলক্ষে পদ্মপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ জুলাই: নিপুন ত্রিপুরা মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার পদ্মপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে মঙ্গলবার এক বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

এই কর্মসূচিতে পদ্মপুর সিআরসি-র অন্তর্গত মোট আটটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মী এবং অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া র‍্যালিটি পদ্মপুর এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে শিক্ষার গুরুত্ব এবং নিপুন ত্রিপুরা মিশনের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরে। র‍্যালি শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, নিপুন ত্রিপুরা মিশনের মূল লক্ষ্য হল প্রতিটি শিশুকে শ্রেণি-উপযোগী পড়া, লেখা এবং গণিতে দক্ষ করে তোলা। তিনি বলেন, বিদ্যালয়, অভিভাবক এবং সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগেই শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব। এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং মিশনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আয়োজকদের মতে, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতেই এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

তেলিয়ামুড়ায় ছাত্রীদের বাইসাইকেল বিতরণ করলেন সরকারি মুখ্যসচেতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা , ২৮ জুলাই: শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ তেলিয়ামুড়ার কবি নজরুল বিদ্যা ভবন (দ্বাদশ বিদ্যালয়)-এ নবম শ্রেণির ৬৮ জন ছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত আরও সহজ ও নিরাপদ করা, সময় সাশ্রয়, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বৃক্ষে জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে। এরপর উপস্থিত অতিথিবৃন্দ নবম শ্রেণির ৬৮ জন ছাত্রীর হাতে বাইসাইকেল তুলে দেন। উল্লেখ্য, বিদ্যালয়গামী ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে আরও সহজ ও গতিশীল করে তুলতে শিক্ষা দপ্তর গত কয়েক বছর ধরে এই কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক ও বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, কাউন্সিলর অচিন্ত ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নাট্যকার মনোরঞ্জন গোপ, বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শেফাল চন্দ্র দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে, যাতে কোনো ছাত্র-ছাত্রী আর্থিক বা যোগাযোগজনিত সমস্যার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। তিনি বলেন, এই বাইসাইকেল বিতরণ কর্মসূচি ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের আত্মবিশ্বাস, স্বনির্ভরতা এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করবে।

তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহা-র নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে একাধিক জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য প্রতিটি কন্যাশিশুর জন্য উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং তাদের আত্মনির্ভর ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

সাচীরামবাড়ি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় আহত দুই, একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোড়া থানার অন্তর্গত সাচীরামবাড়ি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় দুইজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতীয় সড়কে একটি গাড়ির ধাক্কায় বাইক আরোহী এবং এক পথচারী গুরুতর আহত হন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা নাগাদ সাচীরামবাড়ি এলাকায় টিআর -০১- এ- ২৯৭১ নম্বরের একটি গাড়ি টিআর-০১- এএম - ৬৫২৯ নম্বরের একটি বাইক এবং এক পথচারীকে সজোরে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার ফলে বাইক আরোহী ও পথচারী দুজনেই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে আহত হন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জোলাইবাড়ি দমকল বাহিনীর কর্মীরা। তাঁরা আহত দুজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকরা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। আহতদের মধ্যে হিমিলয় ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। অপর আহত মলিন্দ্র রিয়াংকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিশু, গর্ভবতী মহিলা থেকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হেপাটাইটিস নির্মূলে পরীক্ষা, টিকাকরণ ও চিকিৎসায় বিশেষ জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: আজ বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস। বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষে হেপাটাইটিস রোগ প্রতিরোধ, দ্রুত শনাক্তকরণ এবং সময়মতো চিকিৎসা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি আরও জোরদার করা হয়েছে। জাতীয় ভাইরাল হেপাটাইটিস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি”র আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর হেপাটাইটিস বি ও সি প্রতিরোধে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার ১০০ শতাংশ হেপাটাইটিস-বি পরীক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি, যেসব নবজাতকের মা হেপাটাইটিস-বি পজিটিভ, তাদের জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিনামূল্যে হেপাটাইটিস-বি টিকার জন্মডোজ এবং প্রয়োজনীয় ইমিউনোগ্লোবুলিন প্রদান করা হচ্ছে, যাতে মা থেকে শিশুর মধ্যে সংক্রমণের ঝুঁকি কমানো যায়।

এছাড়াও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, যেমন- ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী, মহিলা যৌনকর্মী, পুরুষ সমকামী এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের হেপাটাইটিস-বি ও সি পরীক্ষার আওতায় আনা হচ্ছে। পরীক্ষায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থ্যা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, যেসব উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি হেপাটাইটিস-বি নেগেটিভ, তাঁদের বিনামূল্যে হেপাটাইটিস-বি টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজ্যে (গর্ভবতী মহিলাদের বাদ দিয়ে) ৮১,৪৭০ জনকে হেপাটাইটিস-বি পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সময়ে ৩১,৩৯৭ জন গর্ভবর্তী মহিলার হেপাটাইটিস-বি সংক্রমণ শনাক্ত করার জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে। ৮০,৯৪০ জনকে হেপাটাইটিস-সি পরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৩,৩০৩ জনের হেপাটাইটিস-বি পরীক্ষা করা হয়। একইভাবে ৩,২৮৮ জনের হেপাটাইটিস-সি পরীক্ষা করা হয়েছে।

গুরু রবিদাস মহারাজের ৬৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ‘সম্প্রীতি সংকল্প অভিযান’, দক্ষিণ জেলায় বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ জুলাই: সন্ত শিরোমণি শ্রী গুরু রবিদাস মহারাজের ৬৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ‘সম্প্রীতি সংকল্প অভিযান’ কর্মসূচির ঘোষণা করল বিজেপি। এই উপলক্ষে আগামী কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন সামাজিক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে দলের পক্ষ থেকে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ত্রিপুরা (পিলাক) জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এই কর্মসূচি নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে বিজেপি দক্ষিণ জেলা কমিটি। সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ জেলা বিজেপি সভাপতি দীপায়ন চৌধুরী সন্ত শিরোমণি গুরু রবিদাস মহারাজের জীবনাদর্শ, দর্শন এবং আগামী দিনের কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

দীপায়ন চৌধুরী বলেন, ভারতীয় সমাজে বহু সন্ত, গুরু ও মহাপুরুষ তাঁদের জীবন ও কর্মের মাধ্যমে মানবতা, সাম্য এবং সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাঁদের আদর্শ অনেক সময় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। সন্ত গুরু রবিদাস মহারাজ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান সময়ে সামাজিক বিভাজন দূর করতে এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তাঁর আদর্শ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, সন্ত শিরোমণি শ্রী গুরু রবিদাস মহারাজের ৬৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিজেপির প্রদেশ কমিটির উদ্যোগে ‘সম্প্রীতি সংকল্প অভিযান’-এর মাধ্যমে আগামী কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে। এর মধ্যে থাকবে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচি, আলোচনা সভা এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রম। সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ জেলা বিজেপি সভাপতি দীপায়ন চৌধুরী এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে দলের সকল কার্যকর্তাকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব সেন। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, গুরু রবিদাস মহারাজের সাম্য, সম্প্রীতি ও মানবতার বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন: পঞ্চায়েত মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: যথাযোগ্য মর্যাদায় সোনামুড়া মহকুমায়ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষে আজ সোনামুড়া টাউনহলের দ্বিতীয় কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মন, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রসেনজিৎ শুভ্রজিৎ দাস, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের উপমুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রবীর সাহা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বিভিন্ন সংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট তিন দিনব্যাপী সমগ্র সোনামুড়া মহকুমাজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষে মহকুমার প্রতিটি বাড়ি এবং সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে।আগামী ১৫ আগস্ট সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে স্বাধীনতা দিবসের মুল অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, ”বন্দেমাতরম” সংগীত পরিবেশন, বর্ণাঢ্য প্যারেড ও মার্চপাস্ট সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। এছাড়াও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ক্রস-কান্টি দৌড়ের আয়োজন করা হবে। সন্ধ্যায় সোনামুড়া টাউনহলে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন বলেন, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, দেশের তরুণ ও যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করে সমাজে অস্থিরতা ও বিভাজন সৃষ্টির যে অপপ্রয়াস চলছে, তা প্রতিহত করতে সকলকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ বিভিন্ন সময়ে বহিঃশক্তির আক্রমণ ও নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু দেশের ঐক্য, শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে ভারত প্রতিবারই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং আরও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ও দেশের গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরণ করে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে স্বাধীনতা দিবসের প্রতিটি কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

৯ থেকে ১৭ আগস্ট হরঘর তিরঙ্গা অনুষ্ঠান: প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৮ জুলাই: এই বছর আগামী ৯ থেকে ১৭ আগস্ট সারা দেশে অনুষ্ঠিত হবে হর ঘর তিরঙ্গা অনুষ্ঠান। রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হবে হর ঘর তিরঙ্গা অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যের সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনুষ্ঠান আয়োজনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য জানান, এই বছর হর ঘর তিরঙ্গা অনুষ্ঠান বন্দে মাতরম সঙ্গীতের ১৫০ বছর পূর্তিকে শ্রাদ্ধা জানিয়ে আয়োজন করা হবে। এছাড়াও এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের বিভিন্ন নির্দেশ নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পরে আলোচনা করতে গিয়ে সচিব কিরণ গিত্যে সভায় অংশগ্রহনকারীদের হর ঘর তিরঙ্গা র‍্যালি, তিরঙ্গা কনসার্ট আয়োজন, তিরঙ্গা থিম বেসড সেলফি পয়েন্ট স্থাপন, তিরঙ্গা রঙ্গোলি তৈরি, তিরঙ্গা এবং বন্দে মাতরমের উপর বিশেষ প্রদর্শনি আয়োজন সহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি ভবনে আলোকসজ্জা করার উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন। এবছরও সরকারি উদ্যেগে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়, বাজার এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলিতে তিরঙ্গা বিক্রি করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই ক্ষেত্রে স্ব-সহায়ক দলের পাশাপাশি টি আর এল এম এবং টি ইউ এল এম সহায়তা করবে। আজকের এই সভায় তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা জে. রাগুল জি বি, টি আর এল এম এর সি ই ও তড়িৎ কান্তি চাকমা, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ড. সমিত রায় চৌধুরী, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেশ দেববর্মা সহ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সভায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকগণ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহন করেন।

স্টেট লেভেল ওয়ার্কশপে তামাকবিরোধী সচেতনতার বার্তা, উপস্থিত ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়সহ বিশিষ্টজন

আগরতলা, ২৮ জুলাই: তামাক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভলান্টিয়ার হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা-এর উদ্যোগে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হলো একটি স্টেট লেভেল ওয়ার্কশপ।কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন ঝর্ণা দেববর্মন, ভিএইচএটি -এর সভাপতি শ্রীলেখা রায়, সংস্থার ডিরেক্টর সুজিত ঘোষ এবং ন্যাশনাল টোব্যাকো কন্টোল প্রোগ্রাম , ত্রিপুরার স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার শুক্লা দেববর্মা।কর্মশালায় বক্তারা তামাক সেবনের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি এবং তরুণ প্রজন্মকে তামাকের আসক্তি থেকে দূরে রাখতে সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি তামাকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সরকার, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা তামাকবিরোধী আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র এবং জনসমাগমস্থলে সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে, যাতে তামাকবিরোধী বার্তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়।

ত্রিপুরায় হাঁস পালন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আগরতলার লোক ভবনে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর আরডি ব্লকের পাঁচটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (এসএইচজি) সদস্যদের মধ্যে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করেন। রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরায় হাঁস পালন ক্ষেত্রের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, যা গ্রামীণ জীবিকার উন্নয়ন এবং স্থানীয় মানুষের জন্য টেকসই আয় সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জাতীয় স্তরে ক্যাটাগরি-৫ (ই-গভর্ন্যান্স)-এ দ্বিতীয় স্থান (সিলভার অ্যাওয়ার্ড) অর্জনের জন্য রাজ্যপাল মোহনপুর আরডি ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) এবং বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকেও সংবর্ধনা জানান।

কল্যাণপুরে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়

● আটের পাতার পর

নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি কুইন্টাল ধানের সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২,৩৬৯ টাকা।

ধানক্রয় কর্মসূচির উদ্বোধন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, সরকারের এই উদ্যোগ কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের আর্থিকভাবে আরও স্বনির্ভর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সৌমেন গোপ, আত্ম কমিটির চেয়ারম্যান নিতাই বল, কল্যাণপুর এপ্যাক্স প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান পি. ভট্টাচার্য, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং কল্যাণপুর কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক দেবরাজ বর্মনসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিগণ।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ কৃষকদের সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রির জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তারা বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে সহজে ধান বিক্রির সুযোগ পাবেন।

াঙ্গন

ফুটবল : ইনজুরি টাইমের নাটকে সরোজ সংঘ ও বিবেকানন্দ ক্লাবের রুদ্ধশ্বাস ড্র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (টিএফএ) উদ্যোগে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত "সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট"-এর ২০তম ম্যাচে এক রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল ফুটবলপ্রেমীরা। আজ সন্ধ্যা ছয়টায় ফ্লাডলাইটের আলোয় অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল সরোজ সংঘ ও বিবেকানন্দ ক্লাব। নাটীয়তায় ভরা ম্যাচটি ২-২ গোল সমতায় ড্র নিয়ে শেষ হয়। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে হাইইউঙ্গ জমাতিয়ার গোলে প্রথমে এগিয়ে যায় বিবেকানন্দ ক্লাব। এরপর ৬২ মিনিটে লাইভেঙ্গা ডার্লং চমৎকার গোল করে দলের ব্যবধান ২-০ করেন। পিছিয়ে পড়ার পর ৭৩ মিনিটে সরোজ সংঘের জেহোবা লাল শানহিমা ডার্লং লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়লে দলটি ১০ জনে নেমে এসে চরম চাপের মুখে পড়ে। তবে হাল না ছেড়ে ১০ জনের সরোজ সংঘ শেষ মুহূর্তে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন ঘটায়; ম্যাচের ৯০ মিনিট এবং অতিরিক্ত ইনজুরি টাইমের ৯৪ মিনিটে লালরিনলুয়ার পরপর জোড়া গোল ম্যাচটি নাটকীয়ভাবে সমতায় ফিরিয়ে আনে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলায় বিবেকানন্দ ক্লাবের চুকতার জমাতিয়া (৬৮ মি), সিঙ্গলাক জমাতিয়া (৯১ মি) এবং সরোজ সংঘের মনি ত্রিপুরা (৯৩ মি) হলুদ কার্ড দেখেন। আজকের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন আদিত্য দেববর্মা, সুকান্ত দত্ত, বিশ্বজিৎ নাথ এবং উজ্জ্বল দাস টুর্নামেন্টে দুই দলের জন্যই এটি ছিল পঞ্চম ম্যাচ। পূর্ববর্তী ৪টি ম্যাচের সমীকরণে দেখা যায়, সরোজ সংঘ তাদের প্রথম খেলায় নবোদয় সংঘকে ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে শুভসূচনা করেছিল। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ১-২ গোলে হেরে গেলেও তৃতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ১-০ গোলে পরাস্ত করে ঘুরে দাঁড়ায় এবং চতুর্থ ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে। অন্যদিকে বিবেকানন্দ ক্লাব প্রথম ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৩-১ গোলে হারায়, দ্বিতীয় খেলায় পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে ৩-৩ গোলে পয়েন্ট ভাগ করে নেয় এবং তৃতীয় ম্যাচে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ৪-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দেয়। তবে চতুর্থ ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ০-৬ গোলের বড় ব্যবধানে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় তারা। আজকের রোমাঞ্চকর ড্রয়ের মাধ্যমে লিগ তালিকায় দুই দলই মূল্যবান ১ পয়েন্ট করে নিজেদের খাতায় যুক্ত করল।

জয়ের খরা কাটাতে মুখোমুখি বীরেন্দ্র ক্লাব ও স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (টিএফএ) উদ্যোগে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত "সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট"-এর ২১তম ম্যাচে আগামীকাল বুধবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বীরেন্দ্র ক্লাব ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। বিকেল চারটায় শুরু হতে যাওয়া এই ম্যাচটি দুই দলের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উভয় দলই টুর্নামেন্টে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে মাঠে নামছে। লিগে এখনও কাঙ্ক্ষিত প্রথম জয়ের স্বাদ না পাওয়া দুই প্রতিপক্ষই এবার পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করে পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান শক্ত করতে মরিয়া হয়ে লড়াই করবে। চলতি টুর্নামেন্টে দুই দলের পূর্ববর্তী চার ম্যাচের ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায়, বীরেন্দ্র ক্লাব তাদের প্রথম ম্যাচে বিবেকানন্দ ক্লাবের কাছে ১-৩, দ্বিতীয় ম্যাচে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের কাছে ০-২ এবং তৃতীয় ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ০-২ গোলে পরাস্ত হয়। তবে চতুর্থ খেলায় সরোজ সংঘের সাথে গোলশূন্য ড্র করে তারা মূল্যবান ১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। অন্যদিকে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল প্রথম ম্যাচে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তী দুই ম্যাচে যথাক্রমে নবোদয় সংঘের কাছে ১-২ এবং সরোজ সংঘের কাছে ০-১ গোলে হেরে ব্যাকফুটে চলে যায়। পরবর্তীতে চতুর্থ ম্যাচে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র রেখে ১ পয়েন্ট অর্জন করে তারা। ২ পয়েন্ট নিয়ে স্পোর্টস স্কুল এবং ১ পয়েন্ট নিয়ে বীরেন্দ্র ক্লাব আগামীকালের ম্যাচে জয়ে ফিরতে মাঠে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, সেদিকেই নজর ফুটবলপ্রেমীদের।

আগস্টেই মাঠে গড়াচ্ছে নীলজ্যোতি রাখাল স্মৃতি নকআউট ফুটবল : ক্রীড়াসূচি ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (টিএফএ) উদ্যোগে এবং নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট টুর্নামেন্ট কমিটির পরিচালনায় আগামী ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত "নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬"। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ফ্লাডলাইটের আলোয় অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের প্রতিটি ম্যাচ। প্রতিটি ম্যাচের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫-১০-৪৫ মিনিট। আজ টুর্নামেন্ট কমিটির এক বিশেষ বৈঠকে রাজধানীর শীর্ষ ৮টি ক্লাবের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই প্রতিযোগিতার পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়াসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ১৬ আগস্ট উদ্বোধনী ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবের মুখোমুখি হবে এগিয়ে চলো সংঘ। পরবর্তী ম্যাচগুলোতে ১৭ আগস্ট ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, ১৮ আগস্ট টাউন ক্লাব বনাম কল্যাণ সমিতি এবং ১৯ আগস্ট রামকৃষ্ণ ক্লাব মুখোমুখি হবে ব্লাড মাউথ ক্লাবের। প্রথম ও দ্বিতীয় ম্যাচের বিজয়ী দল দুটিকে নিয়ে ২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে প্রথম সেমিফাইনাল। অন্যদিকে, ২২ আগস্ট দ্বিতীয় সেমিফাইনালে লড়বে তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচের বিজয়ী দল। পরিশেষে, দুই সেমিফাইনালের বিজয়ী পরাশক্তিকে নিয়ে ২৫ আগস্ট সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে কাঙ্ক্ষিত ফাইনাল ম্যাচ।

জাতীয় জুনিয়র হকিতে বহিরাগত খেলোয়াড় বিতর্ক হকি ত্রিপুরার সম্পাদককে কারণ দর্শানোর নোটিশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই।। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে আজ, মঙ্গলবার থেকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ১৬তম হকি ইন্ডিয়া জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে রাজ্য দলের তালিকায় অনিয়মের অভিযোগে তোলপাড় শুরু হয়েছে ত্রিপুরা ক্রীড়াঙ্গনে। জানা গেছে, গত ৩ জুলাই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ১৭ সদস্যের ত্রিপুরা হকি টিম আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করে জমা দেওয়া হয়েছিল। তবে প্রতিযোগিতা শুরুর মুখেই ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (টিওএ) কাছে অভিযোগ আসে যে, অনুমোদিত তালিকার বাইরে এ. গাজী, রবি শঙ্কর যাদব ও অঙ্কিত সিংহ-সহ একাধিক বহিরাগত খেলোয়াড়কে বেআইনিভাবে মূল দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।এই গুরুতর অনিয়ম ও নিয়ম লঙ্ঘনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দুপুর ২টায় ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় এক প্রেস বিবৃতিতে জানান, রাজ্য দলের বাইরে অন্য খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে হকি ত্রিপুরার মাননীয় সম্পাদককে ইতিমধ্যেই কারণ দর্শানোর (শো-কজ) নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এই বিষয়ে সন্তোষজনক সদুত্তর না পাওয়া গেলে অভিযুক্ত কর্তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন।

১৬ দিনেই ইতালির হাল ছেড়ে দিলেন মালদিনি

কক্ষচ্যুত স্বদেশের জাতীয় দলকে পথে ফেরানোর দায়িত্ব নেওয়ার ১৬ দিনের মাথায় সরে দাঁড়ালেন পাওলো মালদিনি! স্কাই স্পোর্ট ইতালিয়ার খবর, ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি।টানা তৃতীয় বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পর, জাতীয় দলকে সঠিক পথে ফেরানোর লক্ষ্যে, গত ১১ জুলাই গ্রেট ডিফেন্ডার মালদিনিকে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেয় দেশটির ফুটবল ফেডারেশন।ইতালির হয়ে ১২৬ ম্যাচ খেলা ও বিশ্বকাপ জয়ী তারকা চার বছর এসি মিলানের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পদে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে, জাতীয় দলেও একই দায়িত্ব নেন। মালদিনির উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তার ক্লাব সতীর্থ ব্রাজিলের লিওনার্দোকে। গণমাধ্যমটির খবর, একই সঙ্গে লিওনার্দোও পদত্যাগ করেছেন। স্কাই স্পোর্টের বরাত দিয়ে রয়টার্সও খবরটি দিয়েছে।পুরুষ জাতীয় দলের প্রধান কোচ নিয়োগ নিয়ে এমনিতেই জটিলতার মধ্যে আছে দেশটির ফুটবল সংস্থা। কার্লো আনচেলত্তি ও পেপ গুয়ার্দিওলা 'না' বলে দেওয়ার পর, সম্ভাবনা জাগে আন্দ্রেয়া পিরলোর দায়িত্ব নেওয়ার। কিন্তু রাশিয়ান একটি বেটিং কোম্পানির সঙ্গে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকায়, সেই প্রক্রিয়াও ভেস্তে গেছে।

গম্ভীরকে সরিয়ে টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ হচ্ছেন লক্ষ্মণ?

ইংল্যান্ড-আয়ারল্যান্ডে সাদা বলের সিরিজ হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। সেখানে কোচ হিসেবে ছিলেন গৌতম গম্ভীর। তারপর জিম্বাবোয়ে সিরিজে জয়। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের অধীনে প্রথম সিরিজ জয়ের স্বাদ পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু সেখানে গম্ভীর নন, কোচ ছিলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। নেটদুনিয়ায় অনেকে চাইছেন, গম্ভীরের বদলে ভারতের কোচ করা হোক লক্ষ্মণকেই। সেই নিয়ে মুখ খুললেন খোদ লক্ষ্মণই।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইউরোপে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। সেখানে আয়ারল্যান্ডের কাছে সিরিজ হারবে, সেটা সম্ভবত কেউই ভাবেননি। এরপর ইংল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজে মুখ থুবড়ে পড়েছে গৌতম গম্ভীরের দল। টি-টোয়েন্টিতে একটি ম্যাচও জিততে পারেননি শ্রেয়স আইয়াররা। অবশেষে জিম্বাবোয়েতে এসে জয়ের দেখা পায় ভারত। লক্ষ্মণের কোচিংয়ে যেমন নতুনদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তেমনই অতি পরীক্ষানিরীক্ষাও করা হয়নি।

অনেক ক্রিকেটভক্তের দাবি, লক্ষ্মণকেই টিম ইন্ডিয়ার কোচ করা হোক। লক্ষ্মণ বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের প্রধান। নিজের কাজটুকু জানেন। সেটুকুতেই আপাতত সন্তুষ্ট 'ভেরি ভেরি স্পেশাল' লক্ষ্মণ। প্রাক্তন ক্রিকেটার বলছেন, "দেখুন, সিনিয়র দলের কোচ ও সাপোর্ট স্টাফ সদ্য ইংল্যান্ডে সিরিজ শেষ করেছে। এরপর শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সিরিজ খেলতে যাবে। এই সময়টুকুই একটু ছুটি পাবে তারা। সেই জন্যই আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি চার বছর হল সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের দায়িত্বে। এরকম কাজ আমি অনেকবার করেছি।"

অর্থাৎ ভারতের সিনিয়র দলের কোচ হওয়া নিয়ে সদিচ্ছা জানাননি লক্ষ্মণ। তবে আসন্ন এশিয়ান গেমসে কোচ হিসেবে তিনিই যাবেন। ২০২৩ সালে তাঁর কোচিংয়েই এশিয়াডে সোনা আসে। উল্লেখ্য, ২০২১ সাল থেকে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের দায়িত্বে আছেন। আগে রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে ও বর্তমানে গম্ভীরের অনুপস্থিতিতে জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলান লক্ষ্মণ।

সমর্থকদের খোলা চিঠি এমবাপের

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হারের যন্ত্রণা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপে। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি গোল করেও দেশকে চ্যাম্পিয়ন করতে পারেননি ফ্রান্সের অধিনায়ক। অবশেষে মুখ খুললেন এমবাপে। পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানালেন সমর্থকদের।

সমর্থকদের উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখেছেন এমবাপে। তাতে সোনার বুটজয়ী ফুটবলার জানিয়েছেন, বিশ্বকাপে ব্যর্থতার যন্ত্রণা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি লিখেছেন, "সকলকে ধন্যবাদ। একটা মাস নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়ে চেয়েছিলাম। ফ্রান্সের জার্সি পরে মাঠে নামা আমাদের কাছে গর্বের। আমরা যে আবেগ নিয়ে মাঠে খেলেছি, তেমনই আবেগ নিয়ে গ্যালারিতে বা টেলিভিশনের সামনে বসেছিলেন সমর্থকেরা। আমরা দলগত ফুটবল খেলেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। এটা খুবই কষ্টের। হয়তো বেশ কিছু দিন এই যন্ত্রণা আমাদের বয়ে বেড়াতে হবে। এই কষ্ট লুকিয়ে রাখতে চাই না। হয়তো আপনাদের আরও ভাল সমাপ্তি উপহার দিতে পারতাম। কিন্তু সব কিছু তো আমাদের হাতে নেই। এটুকু বলতে পারি, আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়েই চেষ্টা করেছিলাম।"সোনার বুট জেতার কৃতিত্ব একা নিতে চাননি এমবাপে। সতীর্থদের সাহায্যের কথা বলেছেন ফ্রান্সের অধিনায়ক। তাঁর বক্তব্য, সকলে মিলে চেষ্টা না করলে, দলগত সংহতি ছাড়া এই অর্জন সম্ভব হত না।

গেমসের মাঝেই শুটিং বিশ্বকাপে ইতিহাস, মনু ভাকেরকে টপকে সোনা জয়ী আরেক ভারতীয়

কমনওয়েলথ গেমসের মাঝেই শুটিং বিশ্বকাপে ইতিহাস ভারতের মেয়েদের। চিনের হাংঝৌয়ে সোনার পদক জিতলেন এশা সিং। মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে তিনি পরাস্ত করলেন অলিম্পিকে জোড়া ব্রোঞ্জ জয়ী মনু ভাকেরকে। দিনের শেষে পোডিয়ামে দুই ভারতীয় কন্যাকে দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন অনেকেই।

ফাইনালে স্নায়ুর চাপ ধরে রেখে পোডিয়ামের শীর্ষে ওঠেন ২১ বছরের তারকা শুটার। অন্যদিকে, মনুর ঝুলিতে ব্রোঞ্জ পদক। হাড্ডাহাড্ডি ডবল শুট-অফে উত্তর কোরিয়ার হিয়ন গিয়ং পাককে হারান তিনি। ভারতের শুটিং ইতিহাসে এশার এই পদক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই বিশ্বকাপের মঞ্চে এটাই ভারতের প্রথম স্বর্ণপদক। মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিলেন এশা। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ ও এশিয়ান গেমসের আগে দুই ভারতীয় শুটারের এই সাফল্য দেশের পদক প্রত্যাশাকে আরও বাড়িয়ে দিল। যোগ্যতা পর্ব থেকেই ভারতীয় শুটাররা দক্ষতার পরিচয় দেন। মনু ৫৮৬-২০x স্কোর করে শীর্ষে ছিলেন। এশা ৫৮৫-১৮x স্কোর করে দ্বিতীয় স্থানে থেকে ফাইনালে ওঠেন। প্রাক্তন এশিয়ান গেমস চ্যাম্পিয়ন রাহি সরনোবতও ৫৮২-১৬x স্কোর করে নজর কাড়েন। র‍্যাঙ্কিং পয়েন্টস ওনলি (আরপিও) বিভাগে খেলেও ভালো পারফরম্যান্স করেন সিমরনপ্রীত কৌর ব্রার ও অভিধন্যা অশোক পাটিল। ফাইনালে অবশ্য একেবারে অন্য মেজাজে দেখা যায় এশাকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে ৫০টির মধ্যে ৪০টি সফর হিট করে সোনা জিতে নেন তিনি। চিনের ঝাংকে এশার চেয়ে ৩ পয়েন্ট পিছনে শেষ করে রুপো জেতেন। শুট-অফ জিতে লড়াইয়ে টিকে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ২৮টি সফল হিটে ব্রোঞ্জ পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন মনু।

চলতি মরশুমে শুরুতে এর আগে মিউনিখ বিশ্বকাপে ৪৩টি হিট করে সিনিয়র ও জুনিয়র, দুই বিভাগেই বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন এশা। অভূতপূর্ব সেই সাফল্যের পর প্রত্যাশার চাপ যে বেড়েছিল, তা স্বীকার করেছেন হায়দরাবাদের শুটার। তাঁর মন্তব্য, "মিউনিখে পদক জিতেছিলাম। তাই এই প্রতিযোগিতায় অনেকটাই চাপ ছিল। যত ভালো খেলি না কেন, ততই প্রত্যাশার চাপ অনুভব করি। সেই চাপ কাটিয়ে উঠতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।" হাংঝৌ তাঁর কাছে যে বিশেষ জায়গা। সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। "হাংঝৌতে খেলতে ভীষণ ভালোবাসি। এশিয়ান গেমসের স্মৃতি এখনও টাটকা। এখানেই চারটে পদক জিতেছিলাম। এখানকার পরিসর, আলো আর ফাইনাল হলের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত। যা কাজে লেগেছে।" মন্তব্য ২০২৩ সালের এশিয়ান গেমসে এই ভেন্যুতেই চারটি পদক জেতা এশার।

অন্যদিকে, সোনা হাতছাড়া হলেও ব্রোঞ্জ পদককে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন মনু। তিনি বলেন, "এই পদকটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটাই সোপান হিসাবে কাজ করে। পাশাপাশি বুঝতে সাহায্য করে, ভবিষ্যতে কোন পথে এগোতে হবে।" বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ ও এশিয়ান গেমসের আগে এই অভিজ্ঞতা যে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে, তাও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। মনুর কথায়, "পদক আত্মবিশ্বাস বাড়াবে ঠিকই, তবে এর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফাইনাল থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা। আগামী বড় প্রতিযোগিতাগুলোতে সেটা অনেক কাজে দেবে।" মিউনিখের বিশ্বরেকর্ডের পর হাংঝৌতে সোনা জিতে এশা নিজের দুরন্ত ফর্ম ধরে রাখলেন। আর মনুর ব্রোঞ্জও স্পষ্ট করে দিল, ভারতের মহিলা পিস্তল শুটিং এখনও বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী।

টানা ৫ ওভারে রান না দিয়ে উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গ্রিভসের

ত্রিনিদাদে ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনে দারুণ এক রেকর্ড গড়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস বোলিং অলরাউন্ডার জাস্টিন গ্রিভস। টানা ৫ ওভার মেডেন উইকেট নেন, সব মিলিয়ে নেন ৫ উইকেট। অর্থাৎ এই ৫ ওভারে কোনো রান না দিয়ে প্রতি ওভারেই ১টি উইকেট নিয়েছেন। টেস্ট ক্রিকেটের তথ্য—উপাত্ত সংরক্ষণ শুরুর পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা ৫ ওভারে রান না দিয়ে প্রতি ওভারেই উইকেট নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন গ্রিভস।

৩ উইকেটে ১৯৯ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করেছিল পাকিস্তান। মধ্যাহ্নবিরতির একটু আগেও পাকিস্তানের স্কোর ছিল ৬৩ ওভারে ৪ উইকেটে ২৪৪। গ্রিভস ততক্ষণ পর্যন্ত ৬ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। তারপর কী হলো কে জানে, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭০ ও ৭২তম ওভারে কোনো রান না দিয়ে প্রতি ওভারেই উইকেট নেন গ্রিভস।

৭১ ওভারে ৮ উইকেটে ২৬৭ রান নিয়ে মধ্যাহ্নভোজে যাওয়া পাকিস্তান দ্বিতীয় সেশনে ফিরে প্রথম ওভারেই গ্রিভসকে উইকেট দেয়। তাতে টেস্টে প্রথমবারের মতো ইনিংসে ৫ উইকেটের দেখাও পান গ্রিভস।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস থেকে ২৯ রানে পিছিয়ে থেকে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৮২ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। ওয়েস্ট ইন্ডিজও এরপর তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে সুবিধা করতে পারেনি। পাকিস্তানের চার পেসারের তাণ্ডবে ৭ উইকেটে ১২৬ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করে ক্যারিবিয়ানরা। ৯৩ রানেই ৭ উইকেট পড়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। অষ্টম উইকেটে কেমার রোচ ও শামার জোসেফের অবিচ্ছিন্ন ৩৩ রানের জুটিতে দিনের খেলা শেষ করে স্বাগতিকেরা। জোসেফ ২২ ও রোচ ৫ রানে অপরাজিত। তৃতীয় দিনে মোট ১৪ উইকেটের পতন হয়।

আপাতত ১৫৫ রানে এগিয়ে আছে স্বাগতিকেরা। পাকিস্তানের পেসার মোহাম্মদ আব্বাস ১৪ রানে ৩ উইকেট এবং খুররম শাহজাদ ৩৬ রানে ২ উইকেট নেন। ১টি করে উইকেট মোহাম্মদ আলী ও আমের জামালের।

দিনের খেলা শেষে গ্রিভস বলেন, 'বল কিছুটা সুইং করছিল এবং আমি তার ফলও পেয়েছি। যখনই আমার হাতে বল তুলে দেওয়া হয়, দল চায় আমি যেন তাদের ভরসা হয়ে উঠি এবং কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তোলার চেষ্টা করি। টেস্টে ক্যারিয়ারে এই প্রথমবার ৫ উইকেট পেয়ে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত, তবে খেলায় এখনো আমাদের কাজ বাকি।'

সেঞ্চুরি করা শান মাসুদ (১০৯) গ্রিভসের প্রথম শিকার। এরপর একে একে আমের জামাল, আলী উসমান, মোহাম্মদ রিজওয়ান ও মোহাম্মদ আব্বাসকে ফেরান গ্রিভস। মধ্যাহ্নবিরতির আগে ও পরে মিলিয়ে টানা ৫ ওভারে গ্রিভস উইকেট নেওয়ার পর আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাঁকে বোলিং থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়! অর্থাৎ ৭২তম ওভারে আব্বাসকে আউট করেন গ্রিভস, যেটা ছিল তাঁর পঞ্চম উইকেট। পরের ওভারটি রোচ করার পর ৭৪তম ওভারে গ্রিভসকে বোলিং থেকে সরিয়ে জেইডেন সিলসকে আক্রমণে আনেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রোস্টন চেজ।

শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করে দিল ভারত চোটে জর্জরিত দলে থাকলেও নিশ্চিত নয় বুমরাহের খেলা

চোটে জর্জরিত ভারতীয় দল। এই পরিস্থিতিতে অগস্ট মাসে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে ভারত। তার জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। চোটে জসপ্রীত বুমরাহের খেলা অনিশ্চিত। নেই নীতীশ কুমার রেড্ডি ও হর্ষিত রানা। চোট সারিয়ে আবার ভারতের টেস্ট দলে ফিরেছেন অভিজ্ঞ রবীন্দ্র জাডেজা।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াই কঠিন ভারতের সামনে। তার জন্য শ্রীলঙ্কাকে দু'টি টেস্টেই হারাতে হবে। কিন্তু সেখানেই ভারতের সেরা অস্ত্র বুমরাহের খেলা অনিশ্চিত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দু'টি এক দিনের ম্যাচে খেললেও তৃতীয় ম্যাচে খেলেননি বুমরাহ। জানা গিয়েছে, শ্রীলঙ্কা সফরের আগে বেঙ্গালুরুর উৎকর্ষ কেন্দ্রে (সেন্টার অফ এক্সেলেন্স) গিয়ে ফিটনেস টেস্ট দিতে হবে তাঁকে। ছাড়পত্র পেলে তবেই খেলতে পারবেন বুমরাহ।

একই শর্ত রয়েছে সাই সুদর্শনের জন্যও। তাঁকেও সিরিজের আগে বেঙ্গালুরুর উৎকর্ষ কেন্দ্রে যেতে হবে। ফিটনেস টেস্ট পাশ করতে পারলে তবেই খেলতে পারবেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর প্রথম টেস্টের জন্য নেই। দ্বিতীয় টেস্টে পাওয়া যাবে তাঁকে।

ওয়াশিংটন না থাকার কারণেই সম্ভবত দলে ফেরানো হয়েছে জাডেজাকে। আইপিএলে চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোট কাটিয়ে উঠেছেন ভারতের অভিজ্ঞ বাঁহাতি অলরাউন্ডার। জাডেজা ছাড়াও স্পিনার হিসাবে রয়েছেন কুলদীপ যাদব ও মানব সুতার। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মধ্যপ্রদেশের হয়ে ১৮১ উইকেট নেওয়া সারাংশ জৈনকেও দলে নেওয়া হয়েছে। শ্রীলঙ্কার উইকেটে স্পিনারেরা সুবিধা পান। তাই বেশি স্পিনার রাখা হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় অভিষেক হতে পারে সারাংশের।

শুভমন গিলের নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছে ভারত। সহ-অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। ব্যাটিং বিভাগে বেশি বদল নেই। যশস্বী জায়সবাল ওপেন করবেন। দুই উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেল রয়েছেন দলে। প্রয়োজনে জুরেলকে ব্যাটার হিসাবে খেলানো হতে পারে। মিডল অর্ডারে খেলা দেবদত্ত পড়িক্কলকেও নেওয়া হয়েছে।

বুমরাহ অনিশ্চিত থাকায় পেস আক্রমণের দায়িত্ব সামলাতে হতে পারে মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও গুরনুর ব্রারকে। এক দিনের দলে নজর কাড়ায় এ বার টেস্ট দলেও জায়গা হয়েছে পঞ্জাবের পেসার গুরনুরের। তবে জায়গা পাননি আকাশদীপ। এখনও তিনি পুরো সুস্থ নন। তাই হয়তো তাঁকে নেওয়া হয়নি।

১৫ অগস্ট থেকে শুরু টেস্ট সিরিজ। গলে হবে প্রথম টেস্ট। ২৩ অগস্ট থেকে কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট খেলবে ভারত। সিরিজ শুরুর আগে ৭ অগস্ট থেকে চার দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন শুভমনেরা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা বেড়ে ২৪ হতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) পরিকল্পনা এমনই। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সাফল্যে উৎসাহিত জয় শাহেরা, আরও বেশি দেশকে খেলার সুযোগ দিতে চান।

২০৩২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা বাড়াতে চান জয়রা। ২৪টি দলকে নিয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজনের কথা ভাবছেন তাঁরা। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এমনই বলা হয়েছে। অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশগুলির অংশগ্রহণ আরও বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে ক্রিকেটের প্রসারের লক্ষ্যে।

আইসিসি সূত্রে খবর, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ৩২ করা হবে। প্রতিযোগিতার মান বজায় রাখার জন্য দলের সংখ্যা একসঙ্গে বেশি বাড়াতে চাইছেন না তাঁরা। গত দু'টি বিশ্বকাপে খেলেছে ২০টি করে দেশ। ২০৩২ সালের বিশ্বকাপ হতে পারে ২৪টি দলকে নিয়ে। নেপাল, আয়ারল্যান্ড, আমেরিকার মতো অ্যাসোসিয়েট দেশগুলির পারফরম্যান্সে উৎসাহিত আইসিসি কর্তারা। তাই দলের সংখ্যা আরও বাড়ানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

বিভিন্ন খেলার বিশ্বকাপগুলিতে অন্তত ২৪টি করে দেশ খেলে। ফিফাও ফুটবল বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা বাড়িয়েছে। ক্রিকেট সেখানে অনেকটাই পিছিয়ে। আগামী দু'টি অলিম্পিক্সে হবে ক্রিকেট। এশিয়ান গেমসেও ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন নতুন দেশ ক্রিকেট নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আইসিসি কর্তারা মনে করছেন, বিশ্বকাপ খেলার যথেষ্ট সুযোগ না থাকলে এই আগ্রহ ধরে রাখা কঠিন। তবে ২০২৮ এবং ২০৩০ সালের বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রায় নেই। আগামী দু'টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০টি করে দল নিয়েই অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, ২০২২ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হয়েছে ১৬টি দেশকে নিয়ে।

এক দিনের বিশ্বকাপ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফরম্যাট পরিবর্তনের প্রস্তাব কিছু দিন আগেই গৃহীত হয়েছে আইসিসির বোর্ডের সভায়। এ বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা বাড়িয়ে অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশগুলিকে উৎসাহিত করতে চান তাঁরা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

হেপাটাইটিস নির্মূল করতে জনসচেতনতা আরও বাড়াতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: রাজ্যের মানুষদের সুস্থ রাখাই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। হেপাটাইটিস রোগ নির্মূল করতে জনসচেতনতা বাড়ানোর উপর আরও জোর দিতে হবে। এছাড়াও প্রতিনিয়ত স্ক্রিনিং বাড়াতে হবে। আগামী চার বছরের মধ্যে হেপাটাইটিস মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা”র উদ্যোগে এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হেপাটাইটিস- বি ভাইরাসের আবিষ্কারক এবং হেপাটাইটিস- বি টিকার উদ্ভাবক ডা. বি. লোমবার্গের জন্মদিবস উপলক্ষ্যেই এই দিবসটি উদযাপন করা হয়। তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাসে আক্রান্ত। এটি হল এক ধরণের নীরব ঘাতক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে সম্পূর্ণরূপে হেপাটাইটিস মুক্ত গড়ে তুলতে নানা উদ্যোগ নিয়েছেন। রাজ্য সরকারও রাজ্যকে হেপাটাইটিস মুক্ত করতে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করছে। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সচেতনতাই এই রোগের বিস্তার রোধ করতে পারে। এই রোগ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি গ্রাম ও শহরে বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের আরও বেশি করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে হবে। ত্রিপুরাকে হেপাটাইটিস মুক্ত করতে সরকারের সব ধরণের সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে মহকুমা থেকে জেলায়, জেলা থেকে রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালগুলিতে অভ্যন্তরীন রেফারেল রোগীর সংখ্যা অনেক কমেছে। চিকিৎসা পরিষেবায় বর্তমানে রাজ্যে ৯টি সুপার স্পেশালিটি ব্লক রয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যে প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। রাজ্যে নতুন একটি সরকারি হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার স্বাস্থ্য সহ রাজ্যের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজগুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাচ্ছন্দের জন্য করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির প্রশাসনিক কাজ শুরু হবে। স্বাস্থ্য সচেতনতার অঙ্গ হিসেবে শিশু ও কিশোরদের টিকাকরণ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব- সুস্থ কৈশোর কর্মসূচিতে ১০০ শতাংশ সাফল্য রাজ্যের জন্য একটা মাইলফলক। মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনায়ও ১০০ শতাংশ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হেপাটাইটিস রোগ প্রতিরোধে টিকা গ্রহণে রাজ্যের প্রতিটি স্থানে উৎসাহ প্রদান, জনসচেতনতামূলক কাজ আরও বেশি করে করতে হবে। হেপাটাইটিস রোগ নির্মূলকরণে সরকার আরও বেশি করে টিকাকরণের উপর জোর দিয়েছে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বাস্তবের সাথে তাল মিলিয়ে সবাইকে কাজ করে যেতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজগুলির প্রশংসা করেন। তিনি রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষকে হেপাটাইটিস মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্যকে হেপাটাইটিস মুক্ত গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের নানা স্থানে আরও বেশি করে টিকাকরণ শিবির করার উপর জোর দিয়েছে। অনুষ্ঠানে হেপাটাইটিস রোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন ত্রিপুরা হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ডা. প্রদীপ ভৌমিক। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা মিশন ডিরেক্টর সাজু বাহিদ এ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক দিবাকর দেবনাথ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার সভাপতি ডা. এন এল ভৌমিক। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার একটি নিউজলেটার প্রকাশ করেন এবং বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের

আগরতলা, ২৮ জুলাই: ভারতের উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি. পি. রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন ত্রিপুরার রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এই সৌজন্য সাক্ষাতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় হয় বলে খবর। বৈঠকে বিভিন্ন ইতিবাচক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে খবর।

‘ত্রিপুরেশ্বরী বীণা’-র উদ্ভাবনে ভারতীয় পেটেন্ট পেলেন ড. জয়ন্ত সরকার

আগরতলা, ২৮ জুলাই: ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক জগতে যুক্ত হলো এক নতুন পালক। আগরতলার বিশিষ্ট ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী ড. জয়ন্ত সরকার তাঁর উদ্ভাবিত নতুন ভারতীয় তারবাদ্য ‘ত্রিপুরেশ্বরী বীণা’-র জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় পেটেন্ট লাভ করেছেন। এই অর্জনকে রাজ্যের সঙ্গীত, সংস্কৃতি এবং সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মা ত্রিপুরেশ্বরী (ত্রিপুরা সুন্দরী)-র ভাবনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত ‘ত্রিপুরেশ্বরী বীণা’ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ত্রিপুরার লোকঐতিহ্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার এক অনন্য সমন্বয়। এই বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দেশ-বিদেশের সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরার লক্ষ্য রয়েছে।

ড. জয়ন্ত সরকার জানান, ঐতিহ্যবাহী বীণার মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি ও কারুশিল্পের নানা উপাদান এতে সংযোজন করা হয়েছে। পাশাপাশি কম্পন, অনুরণন, ধ্বনিবিজ্ঞান, হারমনিকস এবং তরঙ্গগতির মতো বৈজ্ঞানিক নীতির প্রয়োগে এই বাদ্যযন্ত্র ভারতীয় রাগসঙ্গীত পরিবেশনে এক স্বতন্ত্র সুরধ্বনি সৃষ্টি করতে সক্ষম। ‘ত্রিপুরেশ্বরী বীণা’-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সিমপ্যাথেটিক স্ট্রিংস, যা মূল সুরের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুরণিত হয়ে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ধ্বনি সৃষ্টি করে।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের দিক থেকেও এই বাদ্যযন্ত্রে রয়েছে অ্যাডজাস্টেবল ব্রিজ, ফাইন-টিউনিং পেগ, হালকা ওজনের কাঠ-কম্পোজিট নির্মাণ, মঞ্চ পরিবেশনার জন্য পাইজো-ইলেকট্রিক পিকআপ এবং ডিজিটাল টিউনিং সমর্থনের সুবিধা। প্রযুক্তির সংযোজন সত্ত্বেও এর ঐতিহ্যবাহী নান্দনিকতা ও শাস্ত্রীয় সুরের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

ড. জয়ন্ত সরকারের এই সাফল্য শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, গবেষণা ও উদ্ভাবনী চিন্তার এক উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

অনুরাগের মৃত্যুর ঘটনায়

পক্ষপাতের অভিযোগ উঠলে মামলা গ্রহণ হতে পারে ঃ পিপি শংকর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: প্রাক্তন ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে প্রশাসন। তদন্ত রিপোর্টে যদি কোনও পক্ষপাতের অভিযোগ বা অসঙ্গতি পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে মামলা গ্রহণ করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন হাইকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শংকর লোধ।

তিনি জানান, অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে সেই কমিটি ঘটনার বিভিন্ন দিক নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তদন্ত শেষে রিপোর্ট জমা পড়ার পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে।

পিপি শংকর লোধ বলেন, বর্তমানে এই ঘটনায় কোনও মামলা গ্রহণ করা হয়নি। কারণ অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কিংবা অন্য কোনও মহল থেকে কোনও ধরনের অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। এছাড়া কেউ তাঁকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচনা দিয়েছেএমন কোনও প্রমাণও এখনও সামনে আসেনি।

তিনি আরও বলেন, আপাতত ঘটনাটি অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবেই তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার সম্পূর্ণ চিত্র স্পষ্ট হবে। উল্লেখ্য, প্রাক্তন ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ওপরই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নির্ভর করবে বলে জানানো হয়েছে।

কৈলাসহরে বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ, ১৫ দফা দাবিতে টিএসইসিএল-এ ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ জুলাই: বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, ঘনঘন লোডশেডিং, স্মার্ট মিটার চালু, বেসরকারিকরণ এবং পরিষেবার মানোন্নয়নের দাবিতে মঙ্গলবার টিএসইসিএল-এর কৈলাসহর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের দপ্তরে ১৫ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি জমা দিল বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। পরে সংগঠনের প্রতিনিধিরা কৈলাসহর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁদের দাবিগুলি তুলে ধরেন।

সংগঠনের বরিষ্ঠ সদস্য বৈষম্পায়ন চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, নতুন বিদ্যুৎ শুল্ক কাঠামোর ফলে সাধারণ গ্রাহকদের বিদ্যুতের বিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যা মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি তিনি স্মার্ট মিটার চালু, বিদ্যুৎ পরিষেবার বেসরকারিকরণ, জনবলের ঘাটতি এবং ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মতো বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবি জানান।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া ১৫ দফা স্মারকলিপিতে নতুন বিদ্যুৎ শুল্ক প্রত্যাহার, পুরনো ডিজিটাল মিটার পুনরায় চালু, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়মিতকরণ, কৈলাসহরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ লাইনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং ধর্মনগর—কৈলাসহর ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ লাইনের আধুনিকীকরণের দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়াও বর্তমানে বিদ্যুৎ পরিষেবা পরিচালনায় নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থা সাই কোম্পানির পরিবর্তে পুনরায় টিএসইসিএল-এর মাধ্যমে পরিষেবা পরিচালনার দাবিও জানিয়েছে সংগঠন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দের দাবি, দ্রুত এই সমস্যাগুলির সমাধান না হলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তাঁরা। তবে এ বিষয়ে টিএসইসিএল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

কয়েক যুগ ধরে বেহাল রাস্তা ও বেইলি ব্রিজ, দুর্ভোগে এলাকাবাসী; দ্রুত সংস্কারের দাবি

আগরতলা, ২৮ জুলাই: মোহনপুর মহকুমার বামুটিয়া ব্লকের পূর্ব বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নোয়াগাঁও থেকে তালতলা বিদ্যালয় পর্যন্ত সংযোগকারী রাস্তা এবং একটি বেইলি ব্রিজ দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন স্কুলপড়ুয়া, কৃষকসহ এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক যুগ ধরে রাস্তাটির কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার করা হয়নি। এলাকাটি কৃষিপ্রধান হওয়ায় প্রতিদিন বহু কৃষক এই পথ ব্যবহার করেন। পাশাপাশি স্কুলে যাতায়াতকারী ছাত্রছাত্রীদেরও ঝুঁকি নিয়ে এই রাস্তা ও বেইলি ব্রিজ পার হতে হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে কাদামাটি ও ভাঙাচোরা রাস্তায় চলাচল অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

এলাকাবাসীর দাবি, বিষয়টি একাধিকবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং প্রাক্তন বিধায়কের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাদের অভিযোগ, বছরের পর বছর রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস মিললেও বাস্তবে কাজের অগ্রগতি দেখা যায়নি।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে নোয়াগাঁও-তালতলা সড়ক এবং বেইলি ব্রিজের সংস্কারের দাবি জানান। তাদের বক্তব্য, দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তারা।

পাম্প থাকলেও মিলছে না পানীয় জল, বৃষ্টির জলেই চলছে জনজীবন

আগরতলা, ২৮ জুলাই: পাম্প থাকলেও মিলছে না পানীয় জল। বাধ্য হয়ে বৃষ্টির জল ব্যবহার করেই দৈনন্দিন কাজ চালাতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের তীব্র সংকটে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন জিরানিয়া মহকুমার মান্দাই ব্লকের মাধবপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (ডি.ডব্লিউ.এস)-এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট পাম্প অপারেটরের কর্তব্যে গাফিলতির কারণে প্রায় দুই মাস ধরে নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ চালাতে হচ্ছে। পাশাপাশি, ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যে ট্যাংকারে জল সরবরাহ করা হলেও তা অত্যন্ত অনিয়মিত। অভিযোগ, একদিন জল দেওয়ার পর টানা কয়েকদিন আর কোনো জল সরবরাহ করা হয় না।

পানীয় জলের এই সংকটের জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মাধবপাড়ার বাসিন্দারা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তারা অবিলম্বে নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানান। একই সঙ্গে দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে সংশ্লিষ্ট পাম্পে তালা ঝুলিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন।

সবাই মিলে পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: পরিবেশ রক্ষায় শুধু সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, বরং সংরক্ষণের চর্চা শুরু হতে হবে প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। আজ সকালে আগরতলার হেরিটেজ পার্কে বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। এ সময় তিনি পার্ক প্রাঙ্গণে একটি নাগেশ্বর গাছের চারা রোপণ করেন।

রাজ্যপাল বলেন, আগামী প্রজন্মের জন্য ত্রিপুরার সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। ত্রিপুরার বনসম্পদের গুরুত্ব তুলে ধরে রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যের বনভূমি শুধু সবুজের আবরণ নয়, এটি ত্রিপুরার প্রাণশক্তি। প্রায় ১৫ লক্ষ হেক্টর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই বনভূমি গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনজাতি সম্প্রদায় ও বননির্ভর মানুষের জীবিকার উৎস। রাজ্যপাল আরও বলেন, শুধু পরিবেশ সংরক্ষণ নয়, এখন সময় এসেছে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যাওয়ার। এ লক্ষ্যে ত্রিপুরার জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক রাজ্য কর্মপরিকল্পনা (এসএপিসিসি) - তে জলবায়ু-সহনশীল কৃষিকে মূলধারায় আনতে হবে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা এবং বিকেন্দ্রীভূত সম্পদকেন্দ্র গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন, যাতে প্রতিটি কৃষক ও প্রতিটি গ্রামের মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপকরণ পেতে পারেন। রাজ্যপাল নাগরিকদের নিজ নিজ এলাকায় দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগানোর আহ্বান জানান, যাতে পাখি ও কীটপতঙ্গের আবাসস্থল তৈরি হয়, মাটিক্ষয় ও ভূমির অবক্ষয় রোধ করা যায়, বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাণীসম্পদ রক্ষা করা যায় এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে ”রিডিউস, রিইউজ ও রিসাইকেল”-এর নীতি অনুসরণ করা যায়।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বন দপ্তরের প্রধান সচিব, পিসিসিএফ ও হেড অব ফরেস্ট ফোর্স রবীন্দ্র কুমার সামল। তিনি রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনায় বন দপ্তরের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন সোসাইটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) প্রসাদা রাও ভাড্ডারাপু। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন সোসাইটির অতিরিক্ত পরিচালক সঞ্জয় মজুমদার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের (টিএফডিপিসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পিসিসিএফ প্রবীণ এল, আগরওয়াল, ড. কে. শশীকুমার, পিসিসিএফ (প্রশাসন, জনসংযোগ ও সুরক্ষা), প্রধান বন্যপ্রাণী সংরক্ষক এবং ত্রিপুরা জীববৈচিত্র্য বোর্ডের সদস্য-সচিব চৈতন্য মূর্তি প্রমুখ।

সমন্বিত কৃষিতে সাফল্যের নজির উত্তর ত্রিপুরার জ্যোৎস্না নামা

আগরতলা, ২৮ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার দাসদা ব্লকের সতনালা গ্রামের প্রগতিশীল কৃষক জ্যোৎস্না নামা সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে সফলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ ও বহুমুখী আয়ের উৎস গড়ে তুলে তিনি এখন পরিবারের জন্য স্থায়ী ও লাভজনক জীবিকার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন।

২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে জ্যোৎস্না নামা দেও ভ্যালি ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেড-এর সদস্য হন। সংস্থা গ্রোয়িং সিড-এর উদ্যোগে পরিচালিত লাইভলিহুড অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এলইডিপি)-এর আওতায় তিনি প্রাণিসম্পদভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নিয়মিত পরামর্শ পেয়ে তিনি চার কানি জমিতে একটি সমন্বিত কৃষি প্রকল্প গড়ে তোলেন।

তার এই কৃষি মডেলে রয়েছে হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, মৎস্যচাষ, সবজি চাষ এবং ধান চাষ। কৃষির বিভিন্ন শাখাকে একত্রিত করার ফলে উৎপাদন যেমন বেড়েছে, তেমনি আয়েরও নতুন পথ খুলেছে। বর্তমানে এই সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা থেকে তিনি বছরে প্রায় ২.৫ লক্ষ টাকা নিট লাভ করছেন। জ্যোৎস্না নামার এই সাফল্য প্রমাণ করে, সঠিক প্রশিক্ষণ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বাজারের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করা গেলে গ্রামীণ কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব। স্থানীয় কৃষি মহলের মতে, জ্যোৎস্নার এই উদ্যোগ উত্তর ত্রিপুরাসহ রাজ্যের অন্যান্য কৃষকদের, বিশেষ করে মহিলা কৃষকদের, সমন্বিত ও বহুমুখী কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করবে। এতে যেমন আয় বৃদ্ধি পাবে, তেমনি কৃষিক্ষেত্রে স্থায়িত্ব ও ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতাও বাড়বে। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ জুলাই ২০২৬ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী কৃষক বর্ষ এবং ন্যাবার্ড-এর ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ন্যাবার্ড ত্রিপুরা আঞ্চলিক কার্যালয় জ্যোৎস্না নামাকে সংবর্ধিত করে। তাঁর এই অর্জন রাজ্যের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক অনুপ্রেরণাদায়ক উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তিনদিনের সফরে রাজ্যে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকার তিনদিনের রাজ্য সফরে আজ আগরতলায় এসে পৌঁছেছেন। আগামীকাল তিনি উদয়পুরে গোমতী জিলা পরিষদের ”সি সার্ভস” কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। উদয়পুরেই তিনি ওয়ান স্টপ সেন্টার পরিদর্শন করবেন, রাজর্ষি হলে বাল্যবিবাহ ও এর সামাজিক প্রভাব নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এই অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় এবং বিধায়ক অভিষেক দেবরায় উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠানের পর তিনি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেবেন। আজ ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা।

মহিলা কমিশের চেয়ারপার্সন জানান, রাহাতকার ৩০ জুলাই সকালে আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শনের পর রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহানির্দেশক ও উর্দতন পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। দুপুরে একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত স্টকিং প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের ওয়েবসাইট উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন। সুকান্ত একাডেমিতে আয়োজিত কর্মক্ষেত্র যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালায়ও তিনি অংশ নেবেন। এদিনই তিনি রাজ্য ত্যাগ করবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুমিতা চৌধুরী, সদস্য সচিব পল্লবী রায় সহ মহিলা কমিশনের অন্যান্য সদস্যাগণ।

অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত রিপোর্টের অপেক্ষা, পক্ষপাতের অভিযোগ উঠলে মামলা গ্রহণ হতে পারে: পিপি শংকর লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: প্রাক্তন ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে প্রশাসন। তদন্ত রিপোর্টে যদি কোনও পক্ষপাতের অভিযোগ বা অসঙ্গতি পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে মামলা গ্রহণ করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন হাইকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শংকর লোধ।

তিনি জানান, অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে সেই কমিটি ঘটনার বিভিন্ন দিক নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তদন্ত শেষে রিপোর্ট জমা পড়ার পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে।

পিপি শংকর লোধ বলেন, বর্তমানে এই ঘটনায় কোনও মামলা গ্রহণ করা হয়নি। কারণ অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কিংবা অন্য কোনও মহল থেকে কোনও ধরনের অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। এছাড়া কেউ তাঁকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচনা দিয়েছেএমন কোনও প্রমাণও এখনও সামনে আসেনি।

তিনি আরও বলেন, আপাতত ঘটনাটি অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবেই তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার সম্পূর্ণ চিত্র স্পষ্ট হবে। উল্লেখ্য, প্রাক্তন ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ওপরই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নির্ভর করবে বলে জানানো হয়েছে।

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগ পাকিস্তানি বৃদ্ধাকে দুই বছরের কারাদণ্ড

আগরতলা, ২৮ জুলাই: বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়া অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে ৬৫ বছর বয়সী এক পাকিস্তানি মহিলাকে দুই বছরের সাধারণ কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার জরিমানা করেছে আদালত।

মঙ্গলবার সাব্রুম সাব-ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (এসডিজেএম) আদালত পিআরসি (ডব্লিউপি) নং ০৩/২০২৬ মামলায় এই রায় ঘোষণা করে। মামলাটি সাব্রুম থানার কেস নং ৩২/২০২৫-এর ভিত্তিতে বিচারাধীন ছিল।

দোষী সাব্যস্ত ওই মহিলার নাম লুইস নিঘাত আর্থার বানো (ওরফে নিগো ও নিঘাত বানো)। তিনি পাকিস্তানের শেখুপুরা জেলার বাসিন্দা এবং মোহাম্মদ গুল ফারাজের স্ত্রী। আদালত তাঁকে ইমিগ্রেশন ও ফরেনার্স আইনের ২১ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে। পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়, নির্ধারিত ১০ হাজার জরিমানা অনাদায়ে তাঁকে আরও এক মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১১ অক্টোবর সাবরুম রেলওয়ে স্টেশনে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) তাঁকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি প্রথমে একাধিক ভুয়া পরিচয় দিলেও পরে স্বীকার করেন যে তিনি পাকিস্তানের নাগরিক।

তদন্তে জানা যায়, নেপালের একটি কারাগার থেকে পালিয়ে তিনি বৈধ পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়াই অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

পরে তদন্তকারী কর্মকর্তা সাবরুম থানার পরিদর্শক অপু দাস ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ইমিগ্রেশন (প্যাসেঞ্জার্স) আইন এবং ফরেনার্স আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলার শুনানিতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও নথিপত্র পর্যালোচনা করে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে দুই বছরের সাধারণ কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার জরিমানার সাজা ঘোষণা করে।

কল্যাণপুরে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় গতকাল কল্যাণপুর কৃষি মহকুমা এলাকার দাওছড়া নাটমন্দির প্রাঙ্গণে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের সূচনা করা হয়। আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত এই ধান ক্রয় চলবে। কল্যাণপুর কৃষি মহকুমা এলাকায় চলতি রবি মরসুমে সহায়ক মূল্যে মোট ৫১০ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে বড়মুড়া হাতাইকতরে জাতীয় সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভে সামিল গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সংকটে অতিষ্ঠ হয়ে এবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন বড়মুড়া এলাকার বাসিন্দারা। মঙ্গলবার বড়মুড়া হাতাইকতর এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পানীয় জলের দাবিতে আন্দোলনে নামেন স্থানীয়রা। ফলে কিছু সময়ের জন্য সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয় এবং এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত প্রায় এক মাস ধরে এলাকায় নিয়মিত পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করতে তাঁদের দূর-দূরান্তে যেতে হচ্ছে। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, নির্বাচনের আগে এলাকার বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা এবং সংশ্লিষ্ট এমডিসি পানীয় জলের সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁরা জাতীয় সড়ক অবরোধের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিক্ষোভকারীরা জানান, অবিলম্বে এলাকায় নিয়মিত পানীয় জলের ব্যবস্থা না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তাঁরা। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। তবে সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas